CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-322 ■ 22 August, 2026 ■ আগরতলা ২২ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ৪ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুলে ১০০ শতাংশ ভর্তূকি ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

তিন মাসে ফেরত অতিরিক্ত টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগষ্ট ।। সম্প্রতি বৃদ্ধি পাওয়া বিদ্যুৎ মাশুলের সম্পূর্ণ বোঝা রাজ্য সরকার বহন করবে। বর্ধিত ফিক্সড চার্জের উপর ১০০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। এর ফলে রাজ্যের প্রায় ১০ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহক বাড়তি মাশুলের চাপ থেকে রেহাই পাবেন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই ঘোষণা করেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী জানান, ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য নতুন বিদ্যুৎ মাশুলের আদেশ জারি করেছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যগুলির বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশনগুলিকে তিন বছরের মধ্যে রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির রাজস্ব ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করতে হয়। সেই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই মাশুল কাঠামোয় পরিবর্তন আসে এবং ফিক্সড চার্জ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এতে সাধারণ গ্রাহক, ব্যবসায়ী ও কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়।

পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার সমস্ত শ্রেণির গ্রাহকের জন্য বর্ধিত ফিক্সড চার্জের উপর ১০০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর আওতায় থাকবেন গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক, কৃষি ও শিল্প সংযোগের গ্রাহকরা। তবে রেলওয়ে ট্র্যাকশন এই সুবিধার বাইরে থাকবে। প্রতিরক্ষা স্থাপনা, রেলওয়ে এবং জাতীয় সম্প্রচার সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে বর্ধিত মাশুলের ১৫ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়া হবে। রতন লাল নাথ জানান, এই ভর্তুকি ২০২৬

☛৫ এর পাতায় দেখুন

গ্রাহকদের স্বস্তি দিতেই এই সিদ্ধান্ত ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগষ্ট ।। বিদ্যুতের বর্ধিত খরচের কারণে সাধারণ গ্রাহকদের ওপর তৈরি হওয়া অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা কমাতে ১০০ কোটিরও বেশি টাকা ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, দিল্লি থেকে ফিরে বিষয়টি নিয়ে তিনি দ্রুত শিক্ষা মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, মুখ্যসচিব এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সাধারণ মানুষের ওপর যাতে বিদ্যুতের বর্ধিত খরচের প্রভাব না পড়ে, সে বিষয়ে আলোচনার পর ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাঁর কথায়, এই প্রস্তাব গতকাল মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করা হয়েছে। বিদ্যুতের বর্ধিত বিল নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়

☛৫ এর পাতায় দেখুন

শিরোনামে থাকার জন্যই এসব ধর্ণা নিয়ে কটাক্ষ নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট(আইএএনএস)।। দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশের দফতরের সামনে ধর্নায় বসে ছাত্রের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়েরের দাবি তোলায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। তাঁর অভিযোগ, শুধুমাত্র সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে থাকার জন্যই রাহুল গান্ধী এই ধরনের কর্মসূচি করছেন।

শুক্রবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নাড্ডা রাহুল গান্ধীর ধর্নাকে 'সস্তা ও বিভ্রান্তিমূলক রাজনীতি' বলে কটাক্ষ করেন। তিনি দাবি করেন, এই ধর্না ছাত্রদের স্বার্থে বা ন্যায়বিচারের দাবিতে নয়, বরং কংগ্রেসের রাজনৈতিক হতাশা এবং রাহুল গান্ধীর প্রচারের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।

নাড্ডা বলেন, আজ গোটা দেশ আবার রাহুল গান্ধীর সস্তা ও বিভ্রান্তিমূলক রাজনীতি দেখছে। পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার সামনে তাঁর প্রতিবাদ সবাই দেখেছেন। এই ধর্না না ছাত্রদের জন্য, না ন্যায়বিচারের জন্য।

রাহুল গান্ধীর ধর্নার সময় নিয়েও

☛৫ এর পাতায় দেখুন

পেলেট গান কান্ডে

রাহুলের আট ঘন্টা ধর্ণার পর এফআইআর নিল দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট(আইএএনএস) ।। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর দীর্ঘক্ষণ ধর্নার পর অবশেষে পেলেট গানে আহত ছাত্র সাহিল লোচাবের অভিযোগের ভিত্তিতে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল দিল্লি পুলিশ। শুক্রবার পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশের দফতরের সামনে প্রায় আট ঘণ্টা অবস্থান করেন রাহুল গান্ধী। তাঁর অভিযোগ ছিল, সাহিলের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এফআইআর দায়ের করতে অস্বীকার করছে।

এফআইআর দায়ের হওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাহিল লোচাব রাহুল গান্ধীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, রাহুল গান্ধীজি এখানে আট ঘণ্টা বসে থাকার পর এফআইআর দায়ের হয়েছে। গত এক মাস ধরে তাঁর দল আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল এবং তিনিও নিজে আমার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিচ্ছিলেন।

সাহিল জানান, সংবাদমাধ্যমের সামনে আসার কোনও পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। তবে বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধী ফোন করে এফআইআর দায়ের না হওয়ার কথা জানতে চাইলে তাঁকে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

ঢাকা, ২১ আগস্ট ।। বাংলাদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শুক্রবার শপথ নিলেন প্রবীণ রাজনীতিক মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করা আলমগীরকে ঢাকার বঙ্গভবনের দরবার হলে শপথবাক্য পাঠ করান জাতীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত স্পিকার কায়সার কামাল।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, বিরোধী দলনেতা শফিকুর রহমান, প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস, মন্ত্রিসভার সদস্যরা, সেনাবাহিনীর শীর্ষ আধিকারিক এবং সরকারের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। শপথ নেওয়ার আগে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সমাধিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সেখানে তিনি তাঁদের

☛৫ এর পাতায় দেখুন

ইথানল উৎপাদনের জন্য চিনির দাম বৃদ্ধি নয়, দাবি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট(আইএএনএস) ।। দেশে সাম্প্রতিক চিনি দামের বৃদ্ধির সঙ্গে ইথানল উৎপাদনের জন্য চিনি সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টিকে সরাসরি যুক্ত করা ঠিক নয় বলে জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। শুক্রবার কেন্দ্রের বক্তব্য, ইথানল তৈরির জন্য সরানো চিনির পরিমাণ বরং গত কয়েক বছরে কমেছে। ২০২২-২৩ সালে মোট উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ চিনি ইথানল উৎপাদনে ব্যবহার করা হলেও ২০২৫-২৬ সালে তা কমে প্রায় ৯ শতাংশ হয়েছে। ভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, দেশে উৎপাদিত ইথানলের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই এখন শস্য, বিশেষ করে ভুট্টা থেকে তৈরি হচ্ছে। ফলে চিনির দাম বৃদ্ধির জন্য ইথানল উৎপাদনকে দায়ী করা সঠিক নয় বলে সরকারের দাবি।

সরকার জানিয়েছে, চিনি বাজারের পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের জন্য পর্যাপ্ত চিনি সরবরাহ ও দাম স্থিতিশীল রাখতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত কয়েক সপ্তাহে চিনির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০ জুলাই প্রতি কেজি চিনির দাম ছিল ৪৮.১৮ টাকা। ২০ আগস্ট তা বেড়ে হয়েছে ৫৫.৭০ টাকা।

মন্ত্রকের বক্তব্য, চিনি দামের বর্তমান বৃদ্ধির পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। প্রত্যাশার তুলনায় কম দেশীয় উৎপাদন, উৎসবের মরশুমের আগে চাহিদা বৃদ্ধি, আবহাওয়ার কারণে আখের ক্ষতি, আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির সরবরাহ কমে যাওয়া এবং শিল্পের কিছু অংশের মজুতদারি ও জল্পনা এর অন্যতম কারণ।

☛৫ এর পাতায় দেখুন

পুরনিগম আধিকারিকের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ টিএইচআরসি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগষ্ট ।। আগরতলা পুর নিগমের এক সহকারী পুর কমিশনারের বিরুদ্ধে এক দম্পতিকে হেনস্থা, অপমান এবং শারীরিকভাবে হেনস্থা করার চেষ্টার অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন (টিএইচআরসি)।

কমিশনের ২০২৬ সালের ৯২ নম্বর অভিযোগের অর্ডার শিট অনুযায়ী, আগরতলার এইচজিবি রোডের রবীন্দ্রপল্লি সরকারি কোয়ার্টারের কাছে গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা চয়ন পাল ও তাঁর স্ত্রী সুপ্তা পাল অভিযোগটি দায়ের করেন। তাঁদের অভিযোগের নিশানায় রয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের ইস্ট জোনের সহকারী পুর কমিশনার স্বপ্নজিৎ সরকার।

অভিযোগকারীদের দাবি, সহকারী পুর কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় ওই আধিকারিক তাঁদের হেনস্থা ও অপমান করেন। তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার পাশাপাশি শারীরিকভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা এবং অশালীন ভাষা ব্যবহারেরও অভিযোগ তোলা হয়েছে।

☛৫ এর পাতায় দেখুন

পিআরটিসি নিয়ে আন্দোলনে নামছে প্রদেশ যুব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগষ্ট ।। কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি-সহ একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের সমালোচনা করেন দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা এবং জেলা কংগ্রেস সভাপতি তন্ময় রায়।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রবীর চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি ও প্রচারের মাধ্যমে একের পর এক সিদ্ধান্ত মানুষের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললেই বিরোধীদের 'সরকারবিরোধী' বা 'দেশবিরোধী' তকমা দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্রের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বারবার কর্মসংস্থান নিয়ে ঘোষণা করলেও বাস্তবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে। চাকরির প্রক্রিয়া বন্ধ রেখে নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং নিয়োগ সম্পূর্ণ করতে পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত সময় লেগে যাচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

সম্প্রতি ৩০৫টি নতুন পদ সৃষ্টি এবং ১,১১৭টি পদে নিয়োগের ঘোষণাকেও নির্বাচনের আগে বেকার যুবকদের বিভ্রান্ত করার কৌশল বলে কটাক্ষ করেন প্রবীর চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, রাজ্যে প্রায় ৪০০টি চিকিৎসকের শূন্য পদ পূরণ হচ্ছে না। পাশাপাশি টেট -১ ও টেট - ২ পরীক্ষার্থীদের ফলাফল ও

☛৫ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

রাজ্য কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য দূর করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগষ্ট ।। সংশোধিত বেতন বিধিমালা, ২০১৭-এর বিধান অনুযায়ী, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বছরে একবার হয় ১ জানুয়ারি অথবা ১ জুলাই তারিখে। সেই অনুযায়ী, অনেক কর্মচারির ক্ষেত্রে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পাওয়ার আগে পদোন্নতিজনিত বেতন বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁদের পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ পরবর্তী বছরের ১ জানুয়ারি বা ১ জুলাই পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই তারিখ পিছিয়ে যাওয়ার ফলে কর্মচারিরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন এবং বেতন বৈষম্যও সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে কোনও কোনও ক্ষেত্রে জুনিয়র কর্মচারি তাঁর সিনিয়র কর্মচারির তুলনায় বেশি বেতন পাচ্ছেন।

এই ধরনের বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে, ২০.০৮.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, যেসব কর্মচারির নিয়মিত পদোন্নতি/আর্থিক উন্নীতকরণের কারণে তাঁদের ডি এন আই পরবর্তী বছরের ১ জানুয়ারি বা ১ জুলাই পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ থেকে বেতন নির্ধারণের জন্য বিকল্প গ্রহণ করতে পারবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ত্রিপুরা সরকারের অর্থ দপ্তর একটি স্মারকলিপি জারি করেছে।

যেসব কর্মচারির ০১.০৪.২০১৭ তারিখের পর নিয়মিত পদোন্নতি/আর্থিক উন্নীতকরণের কারণে (এমএসিপি ব্যতীত) তাঁদের পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ (ডি এন আই) পরবর্তী বছরের ১ জানুয়ারি বা ১ জুলাই পর্যন্ত

☛৫ এর পাতায় দেখুন

অনুমতি ছাড়া আগরতলা শহরে অবাধে অটো চলাচল নিষিদ্ধ ঃ এসপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগষ্ট ।। আগরতলা পুর নিগম এলাকার নির্ধারিত সীমার বাইরে অনুমতি ছাড়া অটো-রিকশা চলাচল রুখতে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে ত্রিপুরা ট্রাফিক পুলিশ। শহরে যানজট বৃদ্ধি এবং নির্ধারিত নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে এই অভিযান চালানো হচ্ছে।

ট্রাফিক এসপি কান্তা জাঙ্গির, আইপিএস জানান, রিকশা, অটো-রিকশা এবং ই-অটো-রিকশা চলাচলের নির্দিষ্ট পরিসর নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) এবং বিজ্ঞপ্তি জারি রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, সাধারণভাবে এই যানবাহনগুলি ১৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে চলাচল করতে পারে।

তিনি জানান, শহরের বাইরের এলাকার অটো-রিকশাগুলি এএমসি এলাকার ভিতরে অবাধে চলাচল করতে পারবে না। নির্দিষ্ট প্রবেশ ও বহির্গমন পয়েন্ট ব্যবহার করে তারা শহরে প্রবেশ করতে পারবে এবং রাধানগর, চন্দ্রপুর ও নাগেরজলার মতো নির্ধারিত এলাকা পর্যন্ত যাতায়াতের অনুমতি রয়েছে।

ট্রাফিক এসপি বলেন, কিছু বাইরের এলাকার অটো-রিকশা নিয়ম না মেনে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর ফলে যানজট তৈরি হচ্ছে এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই ধরনের অনিয়ম বন্ধ করতেই বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, বাইরের এলাকার অটো-রিকশাগুলি শুধুমাত্র তিনটি ক্ষেত্রে শহরে প্রবেশ করতে পারবে। পড়ুয়াদের

☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভা অধিবেশনে সরব হচ্ছে বিরোধীরা

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা আরও অবনতি হয়েছে ঃ জিতেন্দ্র

আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত বৈঠকে একান্ত আলাপচারিতায় ব্যস্ত মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা ও বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগষ্ট ।। আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়ে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা, নারী নির্যাতন, কর্মসংস্থান এবং পিআরটিসি-সহ একাধিক ইস্যুতে সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, গত বিধানসভা অধিবেশনের পরবর্তী চার মাসে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। একইসঙ্গে রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।

শুক্রবার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বিশেষ করে নারী নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান নিয়ে একের পর এক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে কার্যকর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

পার্টটাইম, ডিডব্লিউ, কন্ট্রাকচুয়াল কর্মী, সর্বশিক্ষা প্রকল্পের শিক্ষক, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং পুলিশের

☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভার অধিবেশন শুরু ২৭শে, চলবে ৩১আগস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার দশম অধিবেশন আগামী ২৭ আগস্ট থেকে শুরু হবে। ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার দশম অধিবেশন চলাকালীন সময়ে বিধানসভা ভবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই মর্মে বিধানসভার

☛৫ এর পাতায় দেখুন

সংহতি সভায়

শোষণ ও বিভাজনের বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও তেজি করতে হবে ঃ মানিক সরকার

ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগষ্ট ।। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের অগ্রণী নেতা ও কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হল সংহতি সভা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লবী জীবন, কিউবার বিপ্লব এবং সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন বক্তব্যের শুরুতেই ফিদেল কাস্ত্রোর

☛৫ এর পাতায় দেখুন

ফিদেলের শিক্ষা ছিল ঐক্য ঃ কিউবার রাষ্ট্রদূত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগষ্ট ।। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের অগ্রণী নেতা ও কিউবার বিপ্লবের অন্যতম প্রধান স্থপতি ফিদেল কাস্ত্রোর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত সংহতি সভায় বক্তব্য রাখেন ভারতে নিযুক্ত কিউবার রাষ্ট্রদূত জুয়ান কার্লোস মার্সান আগুইলেরা। বক্তব্যে তিনি ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লবী আদর্শ, কিউবার বর্তমান পরিস্থিতি, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার প্রভাব এবং ভারত-কিউবা সম্পর্কের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

কিউবার রাষ্ট্রদূত বলেন, সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে কিউবার আত্মপ্রকাশের পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রশাসন কিউবার বিপ্লবকে পরাজিত করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রো কিউবার জনগণকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা হল ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা এবং ঐক্যের শক্তি। জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা ও কিউবার সমাজের ঐক্যের কারণেই এত বছর পরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার বিপ্লবকে পরাজিত করতে পারেনি

☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 22-08-2026, 00:56

জাগরণ আগরতলা, ২২ আগস্ট ২০২৬ ইং
৪ ভাদ্র, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

চিনির দাম নিয়ন্ত্রণে বড়সড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

দেশের বাজারে চিনির দাম নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্র প্রায় এক দশক পর শুল্কমুক্ত চিনি আমদানির অনুমতি সহ একাধিক বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। তবে কেন্দ্র স্পষ্ট জানাইয়াছে যে, চিনির দাম বাড়িবার পেছনে ইথানল উৎপাদনের কোনো সম্পর্ক নাই। উৎসবের মরশুমের আগে চিনির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখিতে প্রায় ১০ বছর পর ১০ লক্ষ মেট্রিক টন র সুগার বা অপরিশোধিত চিনি শুল্কমুক্ত আমদানির অনুমতি দিয়াছে কেন্দ্র। দেশের বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করা আটকাইতে চিনি ডিলার ও বড় ভোক্তাদের যেমন কোল্ড ড্রিঙ্কস ও আইসক্রিম নির্মাতার ওপর কড়া স্টক লিমিট বা মজুতের সময়সীমা বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে। চিনি উৎপাদন বাড়াইতে আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২৬ থেকে মিলগুলিকে আখ মাড়াই শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা সাধারণ সময়ের চেয়ে বেশ কিছুটা আগে।কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হইয়াছে, ইথানল তৈরির কারণে চিনির দাম বাড়িতেছেএই দাবি সম্পূর্ণ ভুল। দাম বাড়িবার আসল কারণগুলি হইলো উৎপাদন হ্রাস। অনিয়মিত বর্ষা, জলমগ্নতা এবং আখের রোগ যেমন রেড রট-এর কারণে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার চাইতে কমিয়া প্রায় ৩০৬ লক্ষ মেট্রিক টন হইতে পারে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।উৎসবের আগে চিনির চাহিদা বৃদ্ধি এবং কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর কালোবাজারি ও মজুতদারির কারণে দাম বাড়িয়াছে।বিশ্বের বৃহত্তম চিনি উৎপাদনকারী দেশ ব্রাজিলে আবহাওয়া খারাপ থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারেও চিনির সরবরাহ কমিয়াছে। ইথানলের বিষয়ে কেন্দ্র জানাইয়াছে যে, বর্তমানে ইথানল তৈরির জন্য মাত্র ৯ু চিনি ব্যবহৃত হইতেছে, যাহা আগে ১২ু ছিল। এখন ইথানলের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই তৈরি হইতেছে ভুট্টা ও অন্যান্য দানাশস্য থেকে।

শুধু বিদেশ থেকে আমদানি নয়। বাজারে চিনির দাম কমাইতে আরও বড়সড় সিদ্ধান্তের পথে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। আসন্ন উৎসবের মরশুমে যাহাতে চিনির দাম হাতের বাইরে না চলিয়া যায়, সেটা নিশ্চিত করিতে সরকার মজুদদারি কড়া হাতে রুখিতে চাইছে। কেন্দ্রের নয়া নির্দেশ, বড় বড় চিনি ব্যবসায়ী বা মজুতদাররা ১৫ দিনের বেশি চিনি গুদামে আটকাইয়া রাখিতে পারিবেন না। মোদি সরকারের নয়া নির্দেশিকা বলছে, যে সব ব্যবসায়ীরা মাসে ১০ মেট্রিক টনের বেশি চিনি বেচাকেনা করেন, তাঁহাদের প্রতি ১৫ দিনের মধ্যে নিজেদের গুদামে মজুত সব চিনি বাজারে ছাড়িতে হইবে। সেটা নিশ্চিত করিতে ১৫ দিন অন্তর অন্তর অভিযান চালাইবে সরকার। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে এই বিধিনিষেধ চালু হইবে। সেটা চলিবে ৩০ নভেম্বর অর্থাৎ উৎসবের মরশুম শেষ হওয়া পর্যন্ত।দেশের বাজারে চিনির সংকট মেটাইতে কার্যত নজিরবিহীন পদক্ষেপের পথে সরকার। প্রায় ১০ বছর বাদে চিনি আমদানি করিতে পারে ভারত। চমকপ্রদ বিষয় হইল, চিনি উৎপাদনে এতদিন যে ভারত শুধু স্বাবলম্বী ছিল তাই নয়, প্রতি বছর বড় অঙ্কের চিনি রপ্তানিও করিত। কিন্তু এ বছর ইথানল উৎপাদনের জোরাল ধাক্কায় এতটাই অভূতপূর্ব সংকটের পরিস্থিতি তৈরি

হইয়াছে যে বিদেশ থেকে প্রচুর চিনি আমদানির কথা ভাবিতে হইতেছে।আসলে গোটা বিশ্বে চিনির চাহিদা সবচেয়ে বেশি ভারতেই। তাছাড়া সামনে উৎসবের মরশুম আসিতেছে। দুর্গাপুজো, দিওয়ালির মতো অনুষ্ঠানে চিনির চাহিদা আরও বাড়িয়া যাইবে। এখন থেকে দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে আগামী দিনে চিনিতে হাত দেওয়াই মুশকিল হইয়া দাঁড়াইবে। চিনির দাম বাড়িলে বহু খাদ্যসামগ্রীর দামই বাড়িয়া যাইতে পারে। সমস্যায় পড়িতে পারেন মিষ্টি ব্যবসায়ীরা। ফলে সার্বিকভাবে দেশের বাজারে বড়সড় ধাক্কার আশঙ্কা তৈরি হইয়াছে।এ বছর চিনির দাম যে বাড়িতে পারে সে আশঙ্কা আগেই ছিল। বর্ষা অনিয়মিত হওয়ায় আখের উৎপাদন কিছুটা মার খাইয়াছে। সমস্যা হইল, উৎপাদন কম হওয়ার পাশাপাশি ইথানল কারখানায় চাহিদা বৃদ্ধি। দেশে ইথানলের সরবরাহ বাড়ানোর জন্য গত কয়েক বছরে ইথানল ফ্যাক্টারি বাড়াইতে উৎসাহ দিয়াছে কেন্দ্র। ইথানল তৈরিতে প্রায় ৩০-৩৫ শতাংশ আখের রস প্রয়োজন। বিপুল চাহিদা মেটাইতে এই কারখানাগুলি কৃষকদের কাছে কিছুটা বেশি দামে আখ কিনিতেছে। যাহার ফলশ্রুতিতে এই মুহূর্তে চিনি মিলগুলিতে আখের সরবরাহ কম। কমিতেছে উৎপাদন। এদিকে বাজারের চাহিদা মিটিতেছে না। অবধারিতভাবে বাড়িতেছে চিনির দাম।

খোয়াইয়ে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির

আগরতলা, ২১ আগস্ট: প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে শুক্রবার খোয়াইয়ে জেলা ভিত্তিক একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রাণিসম্পদ পালন ও দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই আরডি ব্লকের এসসি সাব-কমিটির চেয়ারম্যান সমীর কুমার দাস এবং খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন টিংকু ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. সম্রাট চৌধুরী-সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত অতিথিদের ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এরপর অতিথিরা বৃক্ষে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রাণিসম্পদ পালন, দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং পশুপালনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমীর কুমার দাস প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং আধুনিক পদ্ধতিতে প্রাণী পালনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের প্রাণিসম্পদ পালন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়। দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাণীপালকদের আরও দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি তাঁদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

প্রাকৃতিক চাষাবাদ- টেকসই কৃষি ও আত্মনির্ভরতার পথে অগ্রযাত্রা

ডঃদেবেশ চতুর্বেদী
ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব

গত এক দশকে ভারত কৃষি খাতে দ্রুত অগ্রগতি সাধন করেছে। "ইকোনমিক সার্ভে" বা অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, গত ৫ বছরে এই খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৪ শতাংশেরও বেশি ছিল। খাদ্যশস্য, উদ্যানজাত ফসল এবং তৈলবীজের বাম্পার ফলন হয়েছে; কৃষকদের প্রযুক্তি গ্রহণ এবং সরকারের সুসংহত নীতিযেমন সেচ এলাকার সম্প্রসারণ, জলের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং সময়মতো ও পর্যাপ্ত পরিমাণে সার সরবরাহএর পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে। উদ্যানজাত ফসলের অংশীদারিত্বওউল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে এবং এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার আরও বেশি।

তবে, রাসায়নিক সারের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে মাটির গুণমান বা স্বাস্থ্য হ্রাস পাওয়া এবং প্রধান ফসলগুলোর উৎপাদনশীলতা স্থবির হয়ে পড়ার মতো বিষয়গুলো নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে, নাইট্রোজেন ব্যবহারের দক্ষতা (এনইউই) ক্রমশ কমে যাওয়ার ফলে এক দুষ্টচক্র তৈরি হয়েছে: কৃষকরা রাসায়নিক সারের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছেন, অথচ তার বিপরীতে উৎপাদনশীলতা খুব সামান্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সরকারের "সয়েল হেলথ অ্যান্ডফার্টিলিটি" (মাটির স্বাস্থ্য ও উর্বরতা) প্রকল্পের আওতায় ২৬ কোটি "সয়েলহেলথ কার্ড" বা মাটির স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত তথ্যের সর্বভারতীয় বিশ্লেষণে অত্যন্ত উদ্বেগজনক একটি প্রবণতা উঠে এসেছেতা হলো মাটিতে "সয়েলঅর্গানিক কার্বন" বা মাটির জৈব কার্বনের (এসওসি) মাত্রা অত্যন্ত কম এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অণু-পুষ্টিরও ঘাটতি রয়েছে। একটি সুস্থ মাটিতে এসওসি-এর মাত্রা ১ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত, অথচ গড়ে তা ০.৫ শতাংশের কাছাকাছি অবস্থান করছে এবং কিছু অঞ্চলে তা আশঙ্কাজনকভাবে কমে ০.৩ শতাংশে নেমে এসেছে।

এসওসি-এর স্বল্পতা মাটির সচ্ছিদ্রতা কমিয়ে দেয়, যার ফলে দুটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে: মাটিতে পানি চুঁইয়ে নিচে যাওয়ার ক্ষমতা এবং পানি ধরে রাখার ক্ষমতাউভয়ই হ্রাস পায়। এর ফলে বৃষ্টি ও সেচের পানি মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে যায় এবং ওপরের স্তরের মাটি ধুয়ে নিয়ে যায়; ফলে জল মাটির গভীরে গিয়ে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বাড়াতে পারে না কিংবা উদ্ভিদের বিকাশের জন্যও সহজে উপলব্ধ হয় না।

এসওসি কম থাকার আরেকটি ক্ষতিকর প্রভাব হলো, এ ধরনের মাটিতে জন্মানো উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান গ্রহণের ক্ষমতা কমে যাওয়া। একই মাত্রার উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য তখন আরও বেশি পরিমাণে সারের প্রয়োজন হয়। রাসায়নিক সারের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে সারের কার্যকারিতা বা ব্যবহারের দক্ষতা আরও কমে যায় এবং মাটির স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়; অথচ দেশীয় উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সার বা এর কাঁচামাল আমদানিতে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। রাসায়নিক সারের অত্যধিক ব্যবহার এবং কীটনাশকের ভারসাম্যহীন প্রয়োগের ফলে উপকারী অণুজীব ও পোকামাকড়ের সংখ্যাও কমে গেছে। অথচ এই অণুজীব ও পোকামাকড়গুলো মাটির সচ্ছিদ্রতা বাড়াতে এবং মাটির গভীর স্তর থেকে পুষ্টি উপাদান ওপরের স্তরে নিয়ে আসতেযা উদ্ভিদ শোষণ করতে পারেগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আরও একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক প্রভাব হলো উৎপাদিত ফসলের গুণমান ও নিরাপত্তার ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া। অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক খাদ্য ও পশুখাদ্যের শৃঙ্খলে প্রবেশ করে শেষ পর্যন্ত মানুষের শরীরে পৌঁছানো এবং এর ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টির আশঙ্কাও বেড়ে যায়। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যেখানে ফল, শাকসবজি, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ফসলে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের মাত্রা নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি পাওয়া গেছে; এর ফলে রপ্তানি পণ্য বাতিল হয়েছে এবং বিশ্ববাজারে ভারতের ভাবমূর্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

যদিও এ বিষয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছিল, তবুও সরকার ২০২৪ সালে 'ন্যাশনাল মিশন ফর ন্যাচারালফার্মিং' (প্রাকৃতিক কৃষির জন্য জাতীয় মিশন) চালু করেছে। এই মিশনের মূল লক্ষ্য হলো গবাদি পশু বা গো-ভিত্তিক রাসায়নিক-মুক্ত কৃষিকে উৎসাহিত করা, যাতে আরও টেকসই চাষাবাদ পদ্ধতি গড়ে তোলা যায়। এর মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য (বিশেষ করে মাটির জৈব কার্বন বা SOC-এর মাত্রা) উন্নত করা, পুষ্টি উপাদান গ্রহণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ওপর দেশের নির্ভরতা কমানো সম্ভব হবে।

প্রাকৃতিক কৃষিযা এর অনেক প্রবক্তার কাছে "প্রাকৃতিক খেতি" বা "জিরো বাজেট ফার্মিং" নামে পরিচিতএমন এক পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যা কৃষকরা বহু বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন এবং অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ফলাফল পেয়েছেন। এটি একটি সামগ্রিক প্রযুক্তিগত সমাধান, যেখানে স্থানীয়ভাবে লভ্য উপকরণ (যেমনদেশি গরুর গোবর ও মূত্র) ব্যবহার করা হয় এবং কৃষকের জন্য এর খরচ কার্যত শূন্য। বীজামৃত ব্যবহারের ফলে বীজের অঙ্কুরোদগম ভালো হয় এবং চারাগাছগুলো বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে; অন্যদিকে জীবামৃত ঘন-জীবামৃত ও সপ্তাঙ্কুর-এর প্রয়োগ মাটিতে উপকারী অণুজীবের সংখ্যা ও মাটির উর্বরতাবহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকজনিত সংক্রমণ রোধে "শৌনশাস্ত্র" ও টক ঘোল বা "খাট্টিলস্যি" ব্যবহার করে গাছের স্বাস্থ্য রক্ষা করা হয়; পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের পোকামাকড় ও বালাই দমনের জন্য নিমাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, অগ্নিসস্ত্রদশপর্ণী আরক -এর মতো মিশ্রণ প্রয়োগ করা হয়।

উপযুক্ত মাত্রায় এই মিশ্রণ বা কালচারগুলোর সতর্ক প্রস্তুতি ও প্রয়োগের ফলে মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতিসহকাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া গেছেতাও আবার ফসলের উৎপাদনশীলতা বা গুণমান ক্ষুণ্ণ না করেই।

বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের সহযোগিতায় এই মিশনটি এগিয়ে চলেছে। এর আওতায় অন্তত ৫০ হেক্টরের ক্লাস্টার বা গুচ্ছভিত্তিক পদ্ধতিতে ১৮ লক্ষেরও বেশি কৃষক এবং ৭.৫ লক্ষেরও বেশি হেক্টর জমিকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানী দলযাদের সহায়তা করছেন কৃষক প্রশিক্ষক ও "কৃষি সখী"রাসরাসরি মাঠে নেমে কৃষকদের সচেতন করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং এই পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করার কাজ করছেন। যাঁদের দেশি জাতের গরু আছে, তাঁদের নিজস্ব খামারে এই মিশ্রণ বা কালচারগুলো তৈরির জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি, কৃষকদের নামমাত্র মূল্যে এসব উপকরণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে স্থানীয় দুগ্ধ খামার বা গবাদি পশুর আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে প্রচুর সংখ্যক "বায়ো-ইনপুট রিসোর্স সেন্টার" বা জৈব-উপকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

বিজ্ঞান-ভিত্তিক কৌশলের মাধ্যমে এই মিশনটি বাস্তবায়িত হচ্ছে, যাতে কৃষকরা কোনো সংশয় বা দ্বিধা ছাড়াই এই পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করতে পারেন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর) অঞ্চল ও ফসল-ভিত্তিক সম্ভাব্যতা মানচিত্র তৈরি করেছে, যা নির্দেশ করে যে কোথায় প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি কার্যকর হবে। ব্যাপক পরিসরে এই দেশীয় প্রযুক্তির কার্যকারিতা বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাই করার জন্য আইসিএআর-এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আইসিএআর-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একাধিক পরীক্ষায় বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে এবং মিশনের মাধ্যমে এখন সেই পদ্ধতিগুলোই ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রাকৃতিক পণ্যের বিপণন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, যা কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করবে এবং তাদের এই ধরনের কৃষি পদ্ধতি চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। "ন্যাশনাল সেন্টার ফর অর্গানিকঅ্যান্ডন্যাচারালফার্মিং" (এনসিওএনএফ) প্রাকৃতিক কৃষির সনদ বা সার্টিফিকেশন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলি বা প্রোটোকল তৈরি করেছে। ইতিমধ্যে বহু কৃষক "পার্টিসিপেটরি গ্যারান্টি সিস্টেম" (পিজিএস)-এর সনদ অর্জন করেছেন, যার ফলে তাঁরা তাঁদের সনদপ্রাপ্ত বিশেষ পণ্যগুলো অধিক মূল্যে বিক্রি করতে পারবেন।

চলমান অভিযানের মাধ্যমে সনদ, বিপণন ও ব্র্যান্ডিংসুবিধাসহ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কৃষিপদ্ধতিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে; পাশাপাশি একটি "হাইব্রিড" বা মিশ্র মডেলকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই মডেলেরাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক কৃষিপদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমেও দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদনশীলতা বজায় রাখা সম্ভব, যা মাটির গুণমান বা স্বাস্থ্য উন্নত করতে সহায়তা করে। এই মডেলটি ব্যাপক ভাবে গ্রহণ যোগ্যতা পেতে পারে। কৃষকদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে, হাইব্রিডমডেলে প্রাকৃতিক কৃষিপদ্ধতি অনুসরণ করলে রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরতা ক্রমশ কমে আসে। এমনকি এমনও হতে পারে যে, কিছু সময় পর কৃষকরা নির্দিষ্ট কিছু ফসলের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও আয় অপরিবর্তিত রেখেই চাষাবাদে রাসায়নিক সারের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে পারেন। বর্তমান চলমান মধ্যপ্রাচ্য সংকট থেকে উদ্ভূত প্রতিকূলতা মোকাবেলায়, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের নাগরিকদের প্রতি সাত দফা আবেদন জানিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে রাসায়নিক সারের বিচক্ষণ ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক চাষাবাদ গ্রহণ।

প্রাকৃতিক চাষাবাদ গ্রহণ একদিকে যেমন কৃষির স্থায়িত্বকে উৎসাহিত করছে, তেমনই এটি গবাদি পশুর অর্থনৈতিক মূল্য বৃদ্ধিতেও সহায়তা করছে, যেগুলোকে সাধারণত দুধ দেওয়ার বয়স পার হয়ে গেলেই পরিত্যাগ করা হয়। এর ফলস্বরূপ দেশের অভ্যন্তরীণ ভোগ ও রপ্তানির জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হচ্ছে এবং একই সাথে দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয়ও হ্রাস পাচ্ছে।

ব্রিটিশদের ১০৯ বছর আগে ধার দেওয়া টাকা এখন সুদসহ ফেরত চায় ভারতের এক পরিবার

বিষ্ণুকান্ত তিওয়ারি

সেটা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। ব্রিটিশ বাহিনীর হয়ে যুদ্ধরত ভারতীয় সৈন্যদের ভরণপোষণের জন্য তহবিল সংগ্রহ করছিল সরকার। হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে এক ব্যবসায়ী। সরকারকে "ধার" দিয়েছিলেন ৩৫ হাজার টাকা। দীর্ঘ ১০৯ বছর পরে তার পরিবার যুক্তরাজ্যের সরকারের কাছে সেই অর্থ সুদ সমেত ফেরত চেয়েছে। ওই পরিবারটি দাবি করেছে, তাদের পূর্বপুরুষ জুম্মালাল রুঠিয়া যে ব্রিটিশ সরকারকে এই অর্থ ঋণ দিয়েছিলেন তার প্রয়োজনীয় দলিলপত্র তাদের কাছে আছে। চৌঠা জুন ১৯১৭ তারিখ দেওয়া একটি শংসাপত্রই ৩৫ হাজার টাকার এই আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ বলে দাবি করেছে রুঠিয়া পরিবার। পরিবারটির দাবি এই অর্থ ভোপাল এজেন্সিতে কর্মরত ব্রিটিশ সরকারের এক কর্মকর্তার মাধ্যমে সরকারকে দেওয়া হয়েছিল। এই দাবির পরে যুক্তরাজ্যের ডেট ম্যানেজমেন্ট দফতর বা ডিএমও পরিবারটির কাছ থেকে এই বিষয় সংশ্লিষ্ট নথিপত্র চেয়ে পাঠিয়েছে।

যেভাবে সামনে এল এই ঘটনা

জুম্মালাল রুঠিয়ার প্রপৌত্র গৌতম রুঠিয়া জানিয়েছেন, ব্রিটিশ কর্মকর্তারা এই ঘটনটির আরও বিস্তারিত মূল্যায়ন করবেন বলে সে দেশের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছেন। এছাড়াও পরিবারটির থেকে আরও কিছু তথ্য চেয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। গৌতম রুঠিয়া ফোনে বিবিসিকে বলেছেন, 'দেখুন, আমরা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে একটি ইমেইল পেয়েছি, যেখানে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছে। তারা আরও বলেছে যে বিষয়টি তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। যাচাইয়ের জন্য তাদের যা যা তথ্য প্রয়োজন, আমরা তা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

তবে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এখনো নিশ্চিত করেনি যে তারা পরিবারটির দাবি গ্রহণ করবে কি না। নথিপত্রের এই অনুরোধটি বর্তমানে দাবি যাচাই প্রক্রিয়ার একটি অংশ। জুম্মালালের নাতি এবং গৌতমের বাবা বিনয় রুঠিয়া বলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় পরিবারটি খুবই উচ্ছ্বসিত। 'কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রথম আমরা যুক্তরাজ্যের সরকারের কাছ থেকে সাড়া পেয়েছি। আমাদের আশা জেগেছে। এই বিষয়টি টাকার ঊর্ধ্বে। আমাদের কাছে এটি আমাদের পৈতৃক ঐতিহ্যের বিষয়।' পরিবারটি এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে এই নথিটির বিষয়ে জানতে পারে বলে জানিয়েছেন বিনয় রুঠিয়া।

তিনি বলেন, 'এই বছরের শুরুতে, আমরা অন্য একটি মামলার জন্য পুরোনো নথি ঘাঁটতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে দেওয়া একটি ঋণ সংক্রান্ত এই নথিটি খুঁজে পাই। এরপর আমরা একজন আইনজীবীর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করি।'

কেন একজন ভারতীর কাছ থেকে ঋণ নিতে হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারকে? পরিবারের ভাষ্যমতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জুম্মালাল রুঠিয়া এই টাকা ব্রিটিশ সরকারকে দিয়েছিলেন।

আমরা যখন বিনয় রুঠিয়াকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, তিনি বলেন, 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় সৈন্যরাও ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তখন ব্রিটিশ সরকার সৈন্যদের ভরণপোষণের জন্য তহবিল সংগ্রহ করছিল। এই সূত্রে আমার দাদু, জুম্মালাল, যুদ্ধে যাওয়া ভারতীয় সৈন্যদের খরচের জন্য এই অর্থ ব্রিটিশ সরকারকে দিয়েছিলেন।' পারিবারিক নথিপত্রে ঋণ গ্রহণের তারিখ হিসেবে চৌঠা জুন, ১৯১৭ উল্লেখ আছে। জুম্মালালের পরিবার এটিকে যুদ্ধকালীন ঋণ বলে দাবি করেছে। অর্থাৎ, এই ঋণ সাধারণ ব্যাংক ঋণের মতো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শোধ করতে হয়। গৌতম রুঠিয়া বলেন, 'যদি এটি একটি ব্যাংকিং নথি হতো, তাহলে পরিশোধের জন্য পাঁচ বছর বা দশ বছরের মতো একটি সময়সীমা উল্লেখ করা থাকত। কিন্তু এটি ছিল একটি যুদ্ধকালীন ঋণ, অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য দেওয়া ঋণ। যুদ্ধ কতদিন চলবে বা কখন শেষ হবে, তা নিশ্চিত ছিল না।' ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এখন রুঠিয়া পরিবারের পারিবারিক নথিপত্র, বংশতালিকা, পুরোনো সনদপত্র, ঋণের পরিমাণ এবং সেই সময়ের ফর্ম সম্পর্কে তথ্য চেয়েছে বলে জানিয়েছে পরিবারটি। গৌতম রুঠিয়ার মতে, কর্তৃপক্ষ যাচাই করে দেখতে চায় যে, ১৯১৭ সালে যে পরিবার টাকা দিয়েছিল এবং যে পরিবার এখন তা দাবি করছে, তারা একই পরিবার কি না। ৩৫ হাজার টাকার মূল্য এখন কত? রুঠিয়া পরিবার ১৯১৭ সালে দেওয়া ৩৫ হাজার টাকার বর্তমান মূল্যও হিসাব করছে।

গৌতম রুঠিয়ার মতে, পরিবারটি তাদের আর্থিক দাবিতে সুদ, আসল, চক্রবৃদ্ধি সুদ এবং অন্যান্য খরচ অন্তর্ভুক্ত করবে। তিনি বলেন, 'আমরা সব টাকাটাই দাবি করব। ৩৫ হাজার হলো আমাদের দেওয়া ঋণের আসল, তার সঙ্গে যোগ হবে সুদ, চক্রবৃদ্ধি সুদ এবং উদ্ভূত যেকোনো খরচ।' 'এই সবকিছু হিসাব করার পর, আমরা আজকের বাজারে টাকার অর্থমূল্যের সঙ্গে তুলনা করব।' অর্থাৎ বর্তমান মুদ্রাস্ফীতিজনিত আর্থিক হিসাবও এই দাবিকৃত টাকার অঙ্কে যোগ হতে চলেছে। এই হিসাবটা এখনো হওয়া বাকি, তাই ১০৯ বছর পর এই কথিত ঋণের বিনিময়ে তারা কত টাকা দাবি করবে, পরিবারটি এখনো তা স্থির করেনি। বিনয় রুঠিয়া দাবি করেছেন ২০১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য নেওয়া বিভিন্ন ঋণের মোট ২২০ কোটি পাউন্ড পরিশোধ করেছে। তিনি খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছেন যে, '২০১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য নেওয়া ঋণের অনেকটা অংশই পরিশোধ করেছে। এই ঋণগুলো ১৯১৭ সাল নাগাদই নেওয়া হয়েছিল।' ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে দেওয়া সরকারের এক জবাব অনুযায়ী, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত সরকারের প্রায় ২২০ কোটি পাউন্ডের বকেয়া ঋণ ছিল। এর কয়েক শতাংশ ছিল যুদ্ধকালীন ঋণ, যা ২০১৫ সালের নয়ই মার্চ পরিশোধ করা হয়। আরও ১০ লক্ষ পাউন্ড ছিল একটি কনসোলিডেটেড ঋণ এবং একটি কনভার্শন ঋণ, যা ২০১৫ সালেই পরিশোধ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দেওয়া আরেকটি জবাব অনুযায়ী, কনসোলিডেটেড ঋণের ৪ শতাংশ এবং যুদ্ধকালীন ঋণের ৩.৫ শতাংশ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশে জারি করা সরকারি বন্ড। সেই সময়ে জারি করা মোট যুদ্ধকালীন বন্ডের প্রায় ৯৯ শতাংশই ছিল এই দুটি বন্ড। তবে, ২০১৫ সালে ব্রিটেনের এই পুরোনো ঋণগুলো পরিশোধ করা হলেও ১৯১৭ সালে জুম্মালাল রুঠিয়ার দেওয়া ৩৫ হাজার টাকাও এই বন্ডগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল কি না তা এখনো প্রমাণ সাপেক্ষ। কে ছিলেন এই জুম্মালাল রুঠিয়া? পরিবারের ভাষ্যমতে, জুম্মালাল রুঠিয়া সেই সময়ে এলাকার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। তার নাতি, বিনয় রুঠিয়া জানান যে, জুম্মালাল রুঠিয়ার প্রায় তিন হাজার গরুসহ একটি গোশালা ছিল। পরিবারের কাছে জুম্মালাল রুঠিয়ার একটি পুরনো ছবি এবং সেই সময়ে তার ব্যবহৃত গাড়ির একটি ছবিও রয়েছে। পরিবারটি জানায় যে তাদের পুরোনো ব্যবসা ও পরিবার সম্পর্কিত অন্যান্য নথিও রয়েছে। বিনয় রুঠিয়া বলেন, 'এগুলো ছাড়াও আমার দাদুর একটি বিশাল ব্যবসা ছিল। তিনি সে সময়ে আফিম চাষও করতেন। তার একটি রোলস রয়েস গাড়ি ছিল। সুতরাং, তিনি ঋণ দিয়েছিলেন কি না, তা প্রশ্ন নয়। তার কাছে টাকা ছিল এবং ঋণের নথিও রয়েছে। প্রশ্ন হলো, এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার কী পদক্ষেপ নেবে।' ঋণ দেওয়ার প্রায় দুই দশক পর, ১৯৩৭ সালে শেঠ জুম্মালাল রুঠিয়া মারা যান। প্রায় ১০ বছর পর, ১৯৪৭ সালে, ব্রিটিশ সরকার ভারত ছেড়ে যায়। পরিবারটির দাবি, এই অর্থ কখনও পরিশোধ বা নিষ্পত্তি করা হয়নি। নথিপত্র এখনো যাচাই হওয়া বাকি আপাতত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পরিবারটির দাবি মেনে নেয়নি। কারণ, পরিবারটির কাছে চাওয়া নথি ও তথ্য যাচাই করতে হবে। তথ্য যাচাই করে ১৯১৭ সালে দেওয়া ৩৫,০০০ টাকা সংক্রান্ত নথিগুলো ব্রিটিশ সরকারের নথিপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে। পরিবারটি অবশ্য এক্ষেত্রে আইনি পদক্ষেপ এবং আরবিট্রেশনের পথেও হাঁটতে পারে বলে জানিয়েছে। বিনয় রুঠিয়ার মতে, মূল নথিগুলো যাচাই হওয়ার পরেই পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন তারা। ১০৯ বছরের পুরনো এই ঘটনায় পরিবারটি বর্তমানে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের তরফে অনুরোধ করা নথিগুলো সরবরাহ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

Corrigendium

Due to Administrative reason last date and time of submission of bid has been extended dated 20/08/2026 upto 3.00pm to 27/08/2026 upto 3.00pm as related to PNIe-t no 15/EE/MNP/PWD(R&B)/2026-27 dated 12/08/2026 which has been published vide memo 14(19)/EE/MNP/PWD/1512-1588 dated 12/08/2026 containing
DNIe-T no:
i) 20/DNIe-T/MNP/PWD(R&B)/2026-27,
ii) 21/DNIe-T/MNP/PWD(R&B)/2026-27.
iii) 22/DNIeT/MNP/PWD(R&B)/2026-27.
iv) 23/DNIe-T/MNP/PWD(R&B)/2026-27.
v) 24/DNIe-T/MNP/PWD(R&B)/2026-27.
vi) 25/DNIe-T/MNP/PWD(R&B)/2026-27. Other terms and condition will remain same.

ICA/C-1685/26

Yours faithfully
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpur, West Tripura.

NOTIFICATION

Reference: Employment Notification vide No.F.1(400-34)-ESTT/FWPM/2026 (V-III), dated 13-03-2026.
This is for information to all concerned that, the list of qualified candidates for viva-voce / interview, based on written examination for the post of MPW (Male & Female) has been uploaded in the departmental website. The viva-voce / interview will be conducted on 29-08-2026 at the Auditorium Hall of Agartala Govt. Nursing College (AGNC), IGM Hospital Complex, Agartala West Tripura from 9:30 A.M. onwards.
Qualified Candidates may kindly visit at healthrecruitment.tripura.gov.in or https://health.tripura.gov.in to download their Admit Card w.e.f. 25-08-2026 after 3:00 P.M.

ICA/D-862/26

Sd/-
(Dr. Anjan Das)
I/C, Director,
Family Welfare & P.M.
Government of Tripura.

MEMORANDUM

Sub: Cancellation of Short Quotation Notice.
Tender Notice: No.F.6-1/TWLS/Tender/Dev/For-2026-27/5977-6016 dated 10.08.2026, even
5937-976 dated no. 6017-56 dated 10.08.2026, even no. 10.08.2026 and even no. 5897-936 dated 10.08.2026
Short Quotation Notice mentioned above has been cancelled due to unavoidable circumstances.
Accordingly, the above-mentioned Short Quotation Notice stands cancelled with immediate effect. All concerned bidders/agencies are requested to treat the said tender as cancelled. Further information, if any, will be notified separately

ICA/C-1686/26

(Bimal Das, TFS)
Wildlife Warden
Trishna Wildlife Sanctuary
Joychandpur

NOTICE INVITING TENDER

College of Agriculture, Tripura invites offline quotations for Fencing with Chain link (385 feet Length x 4 feet Height) at Experimental Farm and Renovation of shade over the existing Vermicompost Unit at Renovation of shade over the existing Vermicompost Unit (44 feet x 8 feet) at Experimental Farm under College of Agriculture, Tripura, Lembucherra, West Tripura. The bid documents is available in the webpage of College of Agriculture, Tripura, http://coatripura.ac.in/. Last Date and time of submission of the quotation is 15th day from the date of publication of this NIT in local daily upto 03.00 hrs IST (Indian Standard Time) at College of Agriculture, Tripura only.

ICA/C-1706/26

Sd/-
(Prof. Debashish Sen)
Principal & Director College of Agriculture,
Tripura Lembucherra, West Tripura

Sunflower English Medium Academy H.S (+2) Stage Santir Bazar, South Tripura

URGENT RECRUITMENT

An Application is invited for the following post of teachers within 27th August 2026, along with all relevant documents.

Sl No.	Post	Educational Qualification	Professional Qualification	Number of Vacant post
1	PGT	BA,English (Hon), MA (English)	B.Ed	01
2	Computer Teacher	BCA/MCA/B.Tech (CS)		01

NB – Preference will be given for teaching experience.
Date : 20.08.2026

Principal
Sunflower English Medium Academy H.S(+2) Stage,
Santir Bazar, South Tripura

আদিবাসী কল্যাণ দুর্নীতি: বিধানসভা অচল করার অভিযোগে বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

বেঙ্গালুরু, ২১ আগস্ট (আইএএনএস): কর্ণাটকের আদিবাসী কল্যাণ দফতরের কথিত দুর্নীতি ইস্যুতে পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যানমন্ত্রী বি. নাগেন্দ্রর পদত্যাগের দাবিতে বিধানসভায় বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হল কংগ্রেস। শুক্রবার কংগ্রেসের বিধায়ক ও বিধান পরিষদের সদস্যরা অভিযোগ করেন, বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে বিধানসভার অধিবেশন ব্যাহত করছে এবং গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থের বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে দিচ্ছে না।

বিধানসৌধ চত্বরে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির কাছে কংগ্রেসের বিধায়ক ও বিধান পরিষদ সদস্যরা বিক্ষোভ দেখান। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগান দেন তাঁরা। কংগ্রেস নেতারা অভিযোগ করেন, নৈতিকতার কথা বলার কোনও নৈতিক অধিকার বিজেপির নেই। দলের কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে মন্দিরের মূল্যবান সামগ্রী চুরির অভিযোগ রয়েছে বলেও দাবি করেন তাঁরা। বিক্ষোভে মন্ত্রী বি. নাগেন্দ্রও অংশ নেন।

কেপিসিসি সভাপতি তথা এমএলসি বি. কে. হরিপ্রসাদ বলেন, রাজ্যে গুরুতর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ১৮টি জেলায় খরা মোকাবিলার কাজ চলছে এবং বহু মানুষ পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন। অথচ বিজেপি বিধানসভায় এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দিচ্ছে না।

তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই সর্বদলীয় সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করে কর্ণাটকের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার খরা ত্রাণ তহবিল ছাড়ার দাবি কেন্দ্রে জানানোর অনুরোধ করেছেন। বিজেপি কেন্দ্রের সমালোচনার ভয়ে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা এড়াতে চাইছে বলেও অভিযোগ করেন হরিপ্রসাদ।

মন্ত্রী নাগেন্দ্রকে নিয়ে আলোচনাও একদিনে শেষ করা সম্ভব বলে দাবি করে তিনি বলেন, আলোচনা হলে কংগ্রেস প্রমাণ দেবে যে এই দুর্নীতিতে নাগেন্দ্রর কোনও ভূমিকা নেই। বিজেপির 'দ্বিচারিতা' নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা আইটি ও বিটি মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খাড়গে বিজেপির নাগেন্দ্রর পদত্যাগের দাবি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, বিজেপি কি সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট হয়ে গেছে, নাকি লোকায়ুক্ত? বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ ও মামলা রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

খাড়গে আরও বলেন, লোকায়ুক্তের হাতে ধরা পড়া বিজেপির নেতাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্নেরও জবাব বিজেপিকে দিতে হবে। তাঁর দাবি, সিআইডির নথিতে নাগেন্দ্রর নাম নেই, তবে সিবিআইয়ের দ্বিতীয় চার্জশিটে তাঁর নাম রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্রের রাজনৈতিক প্রভাবের ফল বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

অন্যদিকে, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে মন্ত্রী বি. নাগেন্দ্র দাবি করেন, দলিত সম্প্রদায়ের একজন মন্ত্রী হওয়াটাই বিজেপির ক্ষোভের কারণ। তাঁর পদত্যাগের দাবিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেও অভিযোগ করেন তিনি। নাগেন্দ্র বলেন, কংগ্রেস এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ডি. কে. শিবকুমার বারবার আলোচনার জন্য বিজেপিকে আহ্বান জানিয়েছেন। কথিত ১৮৪ কোটি টাকার দুর্নীতির প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, পুরো অর্থই উদ্ধার করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে বিশেষ তদন্তকারী দল তাঁকে ক্লিনচিট দিয়েছে।

ইডি ও সিবিআই তদন্তের প্রসঙ্গে নাগেন্দ্র বলেন, তিনি জামিনে রয়েছেন, কিন্তু এখনও কোনও মামলায় দোষী সাব্যস্ত হননি। আদালতে তিনি অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন এবং সেখান থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে বেরিয়ে এসেছেন বলেও দাবি করেন।

কংগ্রেস ও বিজেপির এই পাল্টাপাল্টি অভিযোগের জেরে কর্ণাটক বিধানসভার অধিবেশন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়ল।

আধিকারিকদের স্বচ্ছতা, সততার মধ্য দিয়ে কাজ করে জনগণ ও প্রশাসনের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট: জ্ঞান, নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও দক্ষতাই উন্নতির মূল চাবিকাঠি। ভালো কাজের উপরই মানুষের পরিচয় বহণ করে। তাই মানুষের সেবায় জাতপাত, ধর্মের উর্দ্ধে গিয়ে আধিকারিকদের কাজ করে যেতে হবে। আধিকারিকদের স্বচ্ছতা, সততার মধ্য দিয়ে কাজ করে জনগণ ও প্রশাসনের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করতে হবে। যে যত বেশি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে পারবে সে তত দক্ষ প্রশাসনিক আধিকারিক হতে পারবেন। আজ প্রজ্ঞা ভবনে পিএনটি দপ্তর ও শিপার্ড এর উদ্যোগে টি সি এস ২০২৬ ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে বিকশিত ভারত হিসাবে গড়ে তুলতে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছেন। ত্রিপুরাকেও বিকশিত ত্রিপুরা করতে রাজ্য প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজগুলি রূপায়িত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতাকে প্রাধান্য দিচ্ছে সরকার। নবাগত আধিকারিকদেরও স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করে নিজেদের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। তাতেই তাদের কাজের সার্থকতা আসবে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিজেদের সবসময় সচেষ্ট হতে হবে। মানুষের সেবার কাজ যে যত বেশি করবে সে তত বেশি মানুষের ভালোবাসা ও আস্থা অর্জন করবে এবং নিজেও সুনাম অর্জন করবে।প্রধানমন্ত্রী দেশকে সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল ইন্ডিয়াতে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। সেই দিশায় রাজ্য সরকারও রাজ্যকে ডিজিটাল ত্রিপুরা করতে একধাপ এগিয়ে গেছে। চাকুরি শুধু রোজগারের জন্য নয়, সেটাকে কাজে লাগাতে হবে মানুষের সেবায়। রাজ্য সরকারের সঠিক কাজের ফলেই ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে জিডিপিতে বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে আছে এবং উন্নয়নমূলক ভালো কাজের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করেছে। এছাড়া জি-২০র মতো সামিট করতে পেরেছে। রাজ্য সরকার বর্তমানে জনগণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন আধিকারিক নিয়োগ করেছে। রাজ্য সরকারের প্রতিটি কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়নে আধিকারিকদের স্বচ্ছতা ও দক্ষতা অত্যন্ত জরুরি। স্বচ্ছতার সঙ্গে উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সঠিক বাস্তবায়ন করতে পারলেই ত্রিপুরাবাসীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটবে। দেশের নীতি আয়োগ রাজ্যে উন্নয়নমূলক কাজের প্রশংসা করে বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যকে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসাবে ঘোষণা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী টিসিএস আধিকারিকদের সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা বলেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নবাগত টি সি এস আধিকারিকদের এই ব্যাচ প্রশাসনে যুক্ত হলে রাজ্যে প্রশাসনিক কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সততার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিপার্ডের অধিকর্তা অপূর্ব রায়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টি সি এস ২০২৬ ব্যাচের ২৭ জনের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন।

বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেও তেল শোধন ক্ষমতা ৩০০ মিলিয়ন টনে নিয়ে যাবে ভারত: হরদীপ পুরী

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট(আইএএনএস): বিশ্বজুড়ে তেল শোধন ক্ষমতা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও ভারত তার অবস্থান আরও শক্তিশালী করছে। দেশের তেল শোধন ক্ষমতা বর্তমানে প্রায় ২৭২ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্রতি বছর থেকে বাড়িয়ে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন মেট্রিক টনে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে ভারত। শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী।

মন্ত্রী বলেন, ভারত বর্তমানে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল শোধনকারী দেশ। দেশে ২৩টি তেল শোধনাগার রয়েছে, যেগুলিতে বছরে প্রায় ২৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করা হয়। বিশ্বব্যাপী শোধন ক্ষমতা নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভারত নিজের পরিশোধন ক্ষমতা আরও বাড়ানোর দিকে এগোচ্ছে।

পুরী বলেন, ভারত এখন পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের একটি নিট রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই শোধন ক্ষমতাকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে না দেখে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জন্য নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ এবং স্থিতিশীল জ্বালানি অংশীদার হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যম হিসেবে দেখছে ভারত। বিশেষ করে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলির ক্ষেত্রে ভারতের এই ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান তিনি।

ভারত ও মরিশাসের মধ্যে জ্বালানি সহযোগিতা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। একই সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এবং মরিশাসের স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন-এর মধ্যে পাঁচ বছরের একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এই চুক্তির আওতায় ভারতীয় তেল মরিশাসে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ করবে। এর মধ্যে রয়েছে পেট্রোল, ডিজেল, মেরিন গ্যাস অয়েল এবং এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এবং মরিশাসের বাণিজ্য ও ভোক্তা সুরক্ষা মন্ত্রী জন মাইকেল তজুন সাও ইয়ুং সিক ইউয়েনের মধ্যে তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত মৌ স্বাক্ষরিত হয়।

পুরী জানান, পাঁচ বছরের সরবরাহ চুক্তির ফলে মরিশাস দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি সরবরাহের নিশ্চয়তা পাবে। একই সঙ্গে জ্বালানির দামের স্থিতিশীলতা এবং দেশটির জ্বালানি নিরাপত্তাও আরও শক্তিশালী হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, ভারত ও মরিশাসের মধ্যে সরকার-সরকার এবং ব্যবসা-ব্যবসা পর্যায়ের এই চুক্তিগুলি দ্বিপাক্ষিক জ্বালানি সহযোগিতায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এর ফলে মরিশাস নির্ভরযোগ্য ও স্থিতিশীল জ্বালানি সরবরাহ পাবে এবং পরবর্তী তিন বছরের জন্য ভারতীয় তেলকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী সংস্থা হিসেবে আরও শক্তিশালী অবস্থান দেওয়া হবে।

পুরীর বক্তব্য অনুযায়ী, ভারত-মরিশাস জ্বালানি অংশীদারিত্বের মূল ভিত্তি হল পূর্বানুমানযোগ্যতা, স্থিতিশীলতা এবং পারস্পরিক সমৃদ্ধির প্রতি দুই দেশের অভিন্ন অঙ্গীকার।

ভারত ও মরিশাসের মধ্যে জ্বালানি সহযোগিতার সম্পর্ক নতুন নয়। ২০০১ সালে ইন্ডিয়ান অয়েল মরিশাসের বাজারে কাজ শুরু করার পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে এই ক্ষেত্রে সহযোগিতা চলে আসছে। ইন্ডিয়ান অয়েল মরিশাস লিমিটেডের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে দেশটির জ্বালানি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ভারতীয় সংস্থাটি।

পুরী বলেন, নতুন চুক্তি দীর্ঘদিনের এই অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করবে এবং জ্বালানি ক্ষেত্রে ভারত যে একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার, তা আরও স্পষ্ট করবে। শুধু অপরিশোধিত তেল ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের ক্ষেত্রেই নয়, পরিচ্ছন্ন ও টেকসই জ্বালানি নিয়েও ভারত-মরিশাস সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

পুরী জানান, মরিশাস গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।এর সহায়তায় মরিশাস যে নতুন জাতীয় বায়োফুয়েল নীতি কাঠামো তৈরি করেছে, তার ফলে ভবিষ্যতে পরিচ্ছন্ন ও টেকসই জ্বালানির ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা আরও গভীর হতে পারে।

তিনি বলেন, এই সহযোগিতা শুধু অপরিশোধিত তেল ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বায়োফুয়েলসহ ভবিষ্যতের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ক্ষেত্রেও দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করতে পারে।

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী আরও বলেন, গত কয়েক বছরে ভারত বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল শোধন কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে। বর্তমানে দেশের ২৩টি রিফাইনারিতে বছরে প্রায় ২৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টন তেল পরিশোধন করা হয়।

আগামী দিনে এই ক্ষমতা প্রায় ৩০০-তে পৌঁছানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে ভারতের গুরুত্ব আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুরীর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত শুধু নিজের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দিকেই এগোচ্ছে না, বরং বিশ্বের অন্যান্য বন্ধু দেশের জন্যও একটি নির্ভরযোগ্য ও স্থিতিশীল জ্বালানি অংশীদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

মরিশাসের সঙ্গে সাম্প্রতিক চুক্তিকে সেই বৃহত্তর জ্বালানি কূটনীতিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। নতুন সরবরাহ চুক্তির মাধ্যমে মরিশাসের পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জ্বালানি সরবরাহের নিশ্চয়তা আরও জোরদার হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবস্থাপনা নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট: রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবস্থাপনা নিয়ে আজ এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আইটি ভবনের স্মার্ট ট্রেনিং সেন্টারে আয়োজিত এই কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। কর্মশালায় আলোচনা করতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, বর্তমান প্রযুক্তির যুগে সোশ্যাল মিডিয়া একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠছে। প্রিন্ট হোক বা ইলেকট্রনিক প্রতিটি সংবাদমাধ্যমেরই নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল রয়েছে। দৈনন্দিন সংবাদের বিষয়গুলি আগে তাদের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় আসে। পরে তা প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত হয়। রাজ্য সরকারও সোশ্যাল মিডিয়ার গুরুত্বকে অনুধাবন করে প্রতিটি দপ্তরে সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল সক্রিয় রাখার উদ্যোগ নিয়েছে। কারণ অন্যান্য মিডিয়ার চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক সময় ভুল বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্যও প্রচারিত হয়, যার ফলে সরকার সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি হয়। তাই এ ধরনের ভুল বা বিভ্রান্তিমূলক সংবাদের দ্রুত রেসপন্স দেওয়া প্রয়োজন, যাতে জনগণের মধ্যে রাজ্য সরকারের প্রতি ভুল ধারণা না তৈরি হয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই কন্টেন্টগুলি সরকারের উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি দপ্তরকে সোশ্যাল মিডিয়ায় কন্টেন্ট আপলোড করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সেজন্য কন্টেন্ট কে তৈরি করবে, কে আপলোড করবে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি নির্ধারণ করবে। কন্টেন্ট আপলোড করার সময় সঠিক হ্যাশট্যাগ ও ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে, যাতে এই পোস্টগুলি আরও বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। প্রতিটি দপ্তর সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে যাতে দ্বিধাবোধ কাটিয়ে উঠতে পারে সে উদ্দেশ্যেই এ ধরনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। পরবর্তীতে রাজ্যের প্রতিটি জেলায়ও এ ধরনের কর্মশালার আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।কর্মশালায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য এবং তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধিকর্তা জেয়া রেগুল গেশন বি. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কর্মশালায় বিভিন্ন দপ্তরের সোশ্যাল মিডিয়া এবং টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত নোডাল অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।

বক্সনগরে ছাগল পালন নিয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির

বক্সনগর প্রতিনিধি, ২১ আগস্ট: বক্সনগর প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে ছাগল পালন বিষয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। নর্থ ইস্ট কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার উপভোক্তাদের ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ ও সরকারি সহায়তা সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

জানা গেছে, প্রকল্পের আওতায় সমগ্র ত্রিপুরায় মোট ৬০ জন উপভোক্তাকে ছয়টি করে ছাগল কেনার জন্য ৫১,৭০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে পাঁচটি স্ত্রী ছাগল ও একটি পুরুষ ছাগল থাকবে। এর মধ্যে বক্সনগর ব্লকের ১০ জন উপভোক্তাকে এই প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।শুক্রবার দুপুর ১২টা নাগাদ বক্সনগর প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের হলঘরে প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগরের বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন, সিপাহীজলা জেলার প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উপ-অধিকর্তা তমাল সাহা, জেলা পরিষদ সদস্য প্রসেনজিৎ ঘোষ-সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের স্বনির্ভরতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে পশুপালন। অল্প সময়ে আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এদিন পশুপালকদের জন্য সরকারি বিমা প্রকল্প সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। গরু, ছাগল, শূকর, মহিষ ও ভেড়ার মতো গবাদিপশু মারা গেলে যাতে কৃষক ও পশুপালকদের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে না হয়, সে জন্য স্বল্প প্রিমিয়ামে বিমার সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়। প্রকল্পে বিমার প্রিমিয়ামের ৮৫ শতাংশ সরকার বহন করে এবং বাকি ১৫ শতাংশ উপভোক্তাকে দিতে হয় বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়।পাশাপাশি পশু অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসার জন্য সরকারি উদ্যোগে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার ব্যবস্থাও রয়েছে বলে জানানো হয়।বক্সনগর প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মহকুমা অধিকর্তা সুব্রত দাস ছাগল পালনকারীদের উদ্দেশে বলেন, ছাগলগুলিকে যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে পালন করতে হবে। কোনও ধরনের রোগের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত বক্সনগর পশু হাসপাতালে যোগাযোগ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেন তিনি। সরকারি সহায়তায় পাওয়া অর্থ দিয়ে উন্নত মানের ছাগল কেনার জন্যও উপভোক্তাদের পরামর্শ দেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর ব্লকের চেয়ারম্যান স্বপ্না নম দাস, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-সহ জনপ্রতিনিধি ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিকরা। বক্তারা বলেন, সমাজের অন্তিম স্তরের মানুষের কাছেও সরকারি প্রকল্প ও সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ গাড়িচালকদের সার্টিফিকেট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট: দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে আজ ইন্দ্রনগরস্থিত দপ্তরের অধিকর্তার কার্যালয়ে সার্টিফিকেট ও লাইসেন্স প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে জিরানীয়ার ইনস্টিটিউট অব ড্রাইভিং ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ (আইডিটিআর) পরিচালিত বাণিজ্যিক গাড়ি চালনার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উত্তীর্ণ চালকদের সার্টিফিকেট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২০ জন অংশ নিয়েছিলেন।এরমধ্যে ১৯ জন সফল হয়েছেন ও তাদের সার্টিফিকেট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে দপ্তরের আধিকারিকগণ, আইডিটিআর-এর প্রতিনিধি এবং সফল গাড়িচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে সফল গাড়িচালকদের ধন্যবাদ এবং তাদের জীবনে সফলতা কামনা করা হয়েছে।

ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হবে গেম চেঞ্জার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে বাণিজ্য: লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রদূত

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (আইএএনএস): ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হলে দুই পক্ষের বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটবে এবং এটি ভারত-ইইউ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি 'গেম চেঞ্জার' হয়ে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতে নিযুক্ত লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রদূত ডায়ানা মিকেভিচিয়েনে।

আইএএনএস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রদূত জানান, ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তুত। চলতি বছরের শেষের মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হবে বলে তাঁরা আশাবাদী। তাঁর মতে, এই চুক্তি ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের অংশীদারিত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করবে।

ডায়ানা মিকেভিচিয়েনে জানান, ২০২৭ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাউন্সিলের সভাপতিত্ব করবে লিথুয়ানিয়া। সেই সময়ের মধ্যেই ভারত-ইইউ কার্যকর করার জন্য লিথুয়ানিয়া জোরালোভাবে কাজ করবে বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, চুক্তিটি লিথুয়ানিয়ার ইইউ প্রেসিডেন্সির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হতে পারে। একই সঙ্গে এটি ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে আরও শক্তিশালী ও দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করবে।

রাষ্ট্রদূতের মতে, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন দুই পক্ষের পণ্য ও পরিষেবার বাজারে প্রবেশাধিকার উদারীকরণের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির সুরক্ষা নিশ্চিত করার মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

ভারত-ইইউ এফটিএ-কে ইতিমধ্যেই 'মাদার অব অল ডিলস' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রদূত। তাঁর মতে, এই চুক্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির জন্য একটি নকশা বা ব্লুপ্রিন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে।

তিনি বলেন, চুক্তিটি ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন উভয়ের জন্যই একটি বড় সাফল্য। কারণ দুই পক্ষ একদিকে পণ্য ও পরিষেবার বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়ানোর চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে উভয় পক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিকেও সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ভারত ও লিথুয়ানিয়ার দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়েও আশাবাদ ব্যক্ত করেন মিকেভিচিয়েনে। তিনি জানান, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং পণ্য ও পরিষেবার আদান-প্রদানও স্থায়ীভাবে এগিয়ে চলেছে।

তাঁর মতে, ভারত-লিথুয়ানিয়া বাণিজ্য এখন আর শুধুমাত্র প্রচলিত পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, ইলেকট্রনিক পণ্য এবং ডিজিটাল ডিভাইসের বাণিজ্যও ক্রমশ বাড়ছে।

ভারত ও লিথুয়ানিয়ার মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং নতুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও সহযোগিতার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রদূত।

তিনি বলেন, লিথুয়ানিয়ায় এআই ও নতুন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা একাধিক সংস্থা রয়েছে। পাশাপাশি ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের দক্ষ পেশাদাররাও লিথুয়ানিয়ায় কাজ করছেন। ফলে দুই দেশের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও মানবসম্পদের মধ্যে সহযোগিতা আরও বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

এআই-এর দ্রুত প্রসারের ফলে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং অভিন্ন মূল্যবোধের উপর যে প্রভাব পড়তে পারে, তা নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক স্তরে একটি কার্যকর কাঠামো তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন মিকেভিচিয়েনে।

তিনি জানান, এই বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশনকে বিশ্বব্যাপী কার্যকর একটি উপকরণে পরিণত করার উদ্যোগে ভারতকে যুক্ত হতে দেখতে চায় লিথুয়ানিয়া। বিশেষ করে এআই-এর প্রভাব যাতে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং অভিন্ন মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।সামগ্রিকভাবে, ভারত-ইইউ এফটিএ এবং ভারত-লিথুয়ানিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রসারে আগামী বছরগুলিতে বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও বিস্তৃত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রদূত।

বিলোনিয়ায় দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক দিশা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ আগস্ট: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও কেন্দ্রীয়-রাজ্য সরকারের প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যালোচনায় শুক্রবার বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত হয় জেলা ভিত্তিক দিশা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কৃতি সিং দেববর্মার সভাপতিত্বে বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ শুরু হয় বৈঠক।

বৈঠকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত, জলসম্পদ, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, বিদ্যুৎ, আরক্ষা, মহকুমা ও জেলা প্রশাসন-সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, জেলার বিধায়করা, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানরা, এমডিসি, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

বৈঠকের শুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ কৃতি দেবী দেববর্মা জানান, দক্ষিণ জেলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পানীয় জল সরবরাহের বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন, সেচ, বিদ্যুৎ, রাস্তা, স্বাস্থ্য-সহ বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম নিয়েও বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হবে।তিনি বলেন, সরকারি প্রকল্পগুলি সাধারণ মানুষের স্বার্থে কতটা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং প্রকল্পের সুবিধা প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছেছে কি না, বৈঠকে সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হবে।পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়মিত ফিল্ড ভিজিট করার এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হবে বলেও জানান সাংসদ।দিশা কমিটির এই বৈঠকের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা হবে বলে জানা গেছে।

কাজের সন্ধান

অনলাইনে আবেদন ও আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাঙ্কে ১০,৬৬২ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট অর্থাৎ ক্লার্ক পদে নিয়োগের জন্য দু'টি পৃথক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১০,৬৬২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিবিএ/ বিসিএ ... গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০ - ২৮ বছর (ওবিসি, এসসি/এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও ডিভোর্সী প্রার্থীদের যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ও ৩১ আগস্ট। সেপ্টেম্বর মাসে কম্পিউটার ভিত্তিক প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক স্থানে। বিস্তারিত খবর হলো ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট অর্থাৎ ক্লার্ক পদে ১০,৬৬২ জন নিয়োগ হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-৪-২০২৬-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিত শূন্যপদ। একই সময়ে ব্যাকেলগ হিসেবে প্রচুর সংখ্যক শূন্যপদও পূরণ করা হবে একই পরীক্ষার মাধ্যমে। ৭ আগস্টে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শূন্যপদ ১,৫৩৮টির মধ্যে ২০৭টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ১,২১৯টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ১১২টি পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ১১ আগস্টে প্রকাশিত অপর এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শূন্যপদ ৯,১২৪টির মধ্যে রেগুলার শূন্যপদ ৭,৬৮০টি। এর মধ্যে ১,১১৪টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ৮৩৭টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ১,৭১৬টি পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য, ৭৬০টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩,২৫৩টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। একইভাবে, ব্যাকেলগ শূন্যপদ ১,৪৪৪টি। এর মধ্যে ৫৮টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ১৬১টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ৬৮টি পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। শূন্যপদের বিস্তারিত বিভাজন, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ও এক্স-সার্ভিসম্যানদের সংরক্ষণ, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবারে যাঁরা কলেজের ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৭ ও ৩১ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৭ ও ৩১ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের একটি বিজ্ঞপ্তি নং সিআরপিডি/ সিআর/ এসপিএল-ড্রাইভ/ ২০২৬-২৭/ ১৬, তারিখ ৭ আগস্ট, ২০২৬। অপর বিজ্ঞপ্তি নং সিআরপিডি/ সিআর/ ২০২৬-২৭/ ১৭, তারিখ ১১ আগস্ট, ২০২৬। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। প্রথমে প্রিলিমিনারি, ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। সফল হলে পরে মেন পরীক্ষা, ২০০ নম্বরের। বিষয়গুলি হল: জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টেটিভ এপ্টিটিউড, রিজনিং এবিলিটি। মেন পরীক্ষায় যুক্ত হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, মার্কেটিং অ্যাপ্টিটিউড ও কম্পিউটার নলেজ। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে;প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। পরীক্ষা নেওয়া হবে সেপ্টেম্বর মাসে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের সঙ্গে দেওয়া অ্যাকোয়েন্ট ইওরসেল্ফ বুকলেটের মাধ্যমে। এসব ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

ই নিয়োগের জন্য যে অনলাইনে প্রিলিমিনারি এবং মেন পরীক্ষা হবে, তার আগাম প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ বা ফ্রি কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীদের জন্য। ভারত সরকারের আইন অনুসারে এই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করবেন এসবিআই। পূর্ব ও উওর-পূর্ব ভারতের ট্রেনিং সেন্টারগুলি হল: আগরতলা, কলকাতা, শিলিগুড়ি, আসানসোল, পোর্ট ব্লেয়ার, রাঁচি, পাটনা, গুয়াহাটি ও শিলং ইত্যাদি। অনলাইনে আবেদনের সময় ফ্রি কোচিং নেওয়ার ইচ্ছা জানাতে হবে, সেইমতো ফর্ম ফিলাপ করতে হবে। প্রিলিমিনারিতে সফল হলে তবেই মেন পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে। সরকার নির্ধারিত নিয়মে চূড়ান্ত মেন পরীক্ষা ও ভাষা পরীক্ষার পর মেধাতালিকার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। চাকরির প্রথম ৬ মাস প্রবেশনারি পিরিয়ড, কাজে অসন্তুষ্টি থাকলে তার মেয়াদ বাড়ানো হতে পারে।

সরকার পরিচালিত দপ্তর ও প্রজেক্ট মিশনে ১১৭ জন পিওন, অ্যাসিস্ট্যান্ট, অপারেটর

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তর, বিশেষ করে বিভিন্ন মিশনে অর্থাৎ রাজ্য সরকারের অধীনে বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান বা সোসাইটি বা দপ্তরে পিওন, কম্পিউটার অপারেটর, কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্যামেরাম্যান, ভিডিও এডিটর, স্ক্রিপ্ট রাইটার, কনসালটেন্ট, একাউন্ট্যান্ট, টেকনিক্যাল অফিসার, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদিপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অন্তত পক্ষে ১৮ বছর (পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। যদিও এই নিয়োগের পুরো দায়িত্ব 'সফেদ' অর্থাৎ সোসাইটি ফর এন্টারপ্রেনারশীপ ডেভেলপমেন্ট-এর হাতে। বিজ্ঞপ্তি নম্বরঃ নং এসইডি/ স্টোর/ এডিভিটি/ ৮ (২২) / ২০২৬/ পি-টু/ ৫৪০৯, তারিখ ১০-০৮-২০২৬ সেহামূলে 'সফেদ'-এর মেম্বার সেক্রেটারি কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে এই শূন্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। মোট কথা, রাজ্য সরকারের অধীনে বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান বা সোসাইটিতে পিওন, কম্পিউটার অপারেটর, কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্যামেরাম্যান, ভিডিও এডিটর, স্ক্রিপ্ট রাইটার, কনসালটেন্ট, একাউন্ট্যান্ট, টেকনিক্যাল অফিসার, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদিপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অন্তত পক্ষে ১৮ বছর (পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ০২-০৯-২০২৬ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখায় থাকলে অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন, এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে।

প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ইত্যাদির মাধ্যমে, পুরোপুরি মেরিট ভিত্তিতে। পরীক্ষার দিনক্ষণ ও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে এঁদের ওয়েবসাইটে অথবা কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

আবেদন করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। প্রয়োজনে সেগুলো আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন পেমেন্ট অর্থাৎ ইউপিআই/ নেট ব্যাঙ্কিং-এ পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং ফি বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়াও, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানো যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের ২ কপি প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন।

শূন্যপদগুলি হল — আইটেম নং - ১ ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), শূন্যপদ ১টি। আইটেম নং - ২ ঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেট্রিক্যাল), শূন্যপদ ১টি। আইটেম নং - ৩ ঃ টেকনিক্যাল অফিসার (ইলেকট্রিক্যাল), গ্রেড-এ, শূন্যপদ ১৩টি। আইটেম নং - ৪ ঃ টেকনিক্যাল অফিসার (সিভিল), গ্রেড-এ, শূন্যপদ ১টি। আইটেম নং - ৫ ঃ টেকনিক্যাল অফিসার (আই.টি), গ্রেড-এ, শূন্যপদ ২টি।

আইটেম নং - ৬ ঃ টেকনিক্যাল অফিসার (কম্পিউটার সায়েন্স), গ্রেড-এ, শূন্যপদ ১টি। আইটেম নং - ৭ ঃ টেকনিক্যাল অফিসার (ইলেকট্রনিক্স), গ্রেড-এ, শূন্যপদ ২টি। একইভাবে আইটেম নং ৩৭ পর্যন্ত প্রতিটি পদের নাম, শূন্যপদের সংখ্যা ও বিভাজন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বেতনক্রম, বয়সের উর্ধ্বসীমা, নিযুক্তির ডিপার্টমেন্ট বা এজেন্সি সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি দেখে নিতে হবে। উল্লেখ্য, সব ক'টি পদের ক্ষেত্রেই নিয়োগ হবে পুরোপুরি চুক্তিভিত্তিক, ১১ মাসের জন্য। প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে শূন্যপদের বিভাজন, নিয়োগকারী দপ্তর, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের সীমারেখা এবং মূল মাইনে ভিন্নতর।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **স্পোর্টস পার্সন (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, তবে দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট এর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৯৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমবিএ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, টেকনিক্যাল ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ২০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২৩-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিস্টেম অ্যাসিস্ট্যান্ট (হাই কোর্ট অফ ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি, সঙ্গে হার্ডওয়্যার বিষয়ে ১ বছরের ডিপ্লোমা, বিএসসি (সি.এস)/ বিএসসি (আইটি)/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ইন সি.এস/ আই.টি পাশ, নির্দিষ্ট সময়ের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট,
লিখিত ও অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায়, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট (এস.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ১,৫৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস, ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট, কাস্টমার সাপোর্ট এন্ড সেলস্ (এস.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ৯,১২৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১১৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৮৫৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **পিওন, কম্পিউটার অপারেটর, কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্যামেরাম্যান, ভিডিও এডিটর, স্ক্রিপ্ট রাইটার, কনসালটেন্ট, একাউন্ট্যান্ট, টেকনিক্যাল অফিসার, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অন্তত পক্ষে ১৮ বছর (পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার (আই.ও.সি.এল),**
শূন্যপদ ঃ ৪৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

পরীক্ষা ছাড়াই রেলে ১৮৫৩ এপ্রেন্টিস পুনরায় পোর্টাল খুলে বাড়তি সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রেল মন্ত্রকের অধীনে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ বাড়ানো হয়েছে। পুনরায় পোর্টাল ওপেন হয়েছে দরখাস্ত করার জন্য। বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১০,০০০ হলেও এনসিআর বা নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়েতে ১,৮৫৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ে বা উত্তর মধ্য রেলের প্রয়াগরাজ, ঝাঁসী, আগ্রা ডিভিশনের যে-কোনও একটির উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ৩১ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১০,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনও রকম লিখিত পরীক্ষা বা কম্পিউটার ভিত্তিক প্রয়োজন নেই। পরীক্ষা ছাড়াই রেলওয়েতে নিয়োগের এটি একটি দারুন সুযোগ। মেরিটের ভিত্তিতে প্রথমে বাছাই করে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই নিয়োগ দেওয়া হয়। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০৭-০৭-২০২৬-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জন্মতারিখ হতে হবে ০৭-০৭-২০০২ থেকে ০৭-০৭-২০১১ এর মধ্যে। বয়সের উধর্বসীমায় ওবিসি-দের ক্ষেত্রে ৩ বছর, এসসি ও এসটি-দের ক্ষেত্রে ৫ বছর, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষমদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০ বছর এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ১০ বছরের ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - আরআরসি/ এনসিআর/ অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস ০১/ ২০২৬। তারিখ ৭ জুলাই, ২০২৬। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — প্রয়াগরাজ ডিভিশনে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে মোট আসন ৭০৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৮৮টি, ওবিসি'র জন্য ১৯০টি, এসসি'র জন্য ১০৪টি, এসটি'র জন্য ৫২টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৬৯টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ২১টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৩৫টি আসন সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে ফিটার ট্রেডে মোট আসন ৩৮৫টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৫৬টি, ওবিসি'র জন্য ১০৪টি, এসসি'র জন্য ৫৮টি, এসটি'র জন্য ২৯টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩৮টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ১২টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত। একই ডিভিশনে ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে মোট আসন ১৪০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৫৭টি, ওবিসি'র জন্য ৩৮টি, এসসি'র জন্য ২১টি, এসটি'র জন্য ১০টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৪টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ৪টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৬টি আসন সংরক্ষিত। ঝাঁসী ডিভিশনে মোট আসন ৫১৪টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২০৮টি, ওবিসি'র জন্য ১৪০টি, এসসি'র জন্য ৭৭টি, এসটি'র জন্য ৩৯টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ১৫টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ২০টি আসন সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে ফিটার ট্রেডে মোট আসন ২৪০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৯৬টি, ওবিসি'র জন্য ৬৬টি, এসসি'র জন্য ৩৬টি, এসটি'র জন্য ১৮টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৪টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ৭টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ১০টি আসন সংরক্ষিত। আগ্রা ডিভিশনে মোট আসন ২৯৬টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১২৩টি, ওবিসি'র জন্য ৭৯টি, এসসি'র জন্য ৪৬টি, এসটি'র জন্য ১৯টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৯টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ৬টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ২৮টি আসন সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে ফিটার ট্রেডে মোট আসন ৮০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩২টি, ওবিসি'র জন্য ২২টি, এসসি'র জন্য ১২টি, এসটি'র জন্য ৬টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৮টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ২টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৫টি আসন সংরক্ষিত। প্রতিটি ডিভিশনেই ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডার, কার্পেন্টার ইত্যাদি ১৫টি ট্রেডে নিয়োগ করা হচ্ছে। অন্যান্য ডিভিশন বা ওয়ার্কশপের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার আরও বিস্তারিত বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে পারেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * রেল মন্ত্রকের অধীনে **স্পোর্টস পার্সন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, তবে দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ আগস্ট, বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট এর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমবিএ ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার, টেকনিক্যাল ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২৩-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* হাই কোর্ট অফ ত্রিপুরায় **সিস্টেম অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি, সঙ্গে হার্ডওয়্যার বিষয়ে ১ বছরের ডিপ্লোমা, বিএসসি (সি.এস)/ বিএসসি (আইটি)/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ইন সি.এস/ আই.টি পাশ, নির্দিষ্ট সময়ের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট, লিখিতও অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায়, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ডেপুটি ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টেট ব্যাঙ্কে **জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,৫৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস, ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট, কাস্টমার সাপোর্ট এন্ড সেলস্** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯,১২৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮৫৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাজ্যে সরকার অধিকৃত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা দপ্তরে **পিওন, কম্পিউটার অপারেটর, কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্যামেরাম্যান, ভিডিও এডিটর, স্ক্রিপ্ট রাইটার, কনসালটেন্ট, একাউন্ট্যান্ট, টেকনিক্যাল অফিসার, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অন্তত পক্ষে ১৮ বছর (পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* আই.ও.সি.এল-এ **ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

কিউবার রাষ্ট্রদূত

● **প্রথম পাতার পর** বলে দাবি করেন তিনি। কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের চাহিদা ও স্বার্থকে বোঝার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলেও জানান রাষ্ট্রদূত।

ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবা গণতন্ত্রের একটি ভিন্ন ধারণা গড়ে তুলেছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এই গণতন্ত্র কেবল রাজনৈতিক দল বা অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

কিউবার বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন বলে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বর্তমান প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি এই প্রশাসনকে 'নব্য ফ্যাসিবাদী' হিসেবে উল্লেখ করে অভিযোগ করেন, বিশ্বজুড়ে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং কৌশলগত প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের নীতিকে উপেক্ষা করে নিজেদের স্বার্থ অন্য দেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

'শক্তির মাধ্যমে শান্তি' প্রতিষ্ঠার ধারণাকে পুরনো সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই প্রতিফলন বলে মন্তব্য করেন রাষ্ট্রদূত। ভেনেজুয়েলা, ইরানসহ বিভিন্ন দেশের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি অভিযোগ করেন, সামরিক চাপ ও নিষেধাজ্ঞার পেছনে মূল লক্ষ্য অন্য দেশের সম্পদ ও কৌশলগত অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

কিউবার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও ভিন্ন বলে দাবি করে তিনি বলেন, কিউবার কাছে বড় ধরনের কৌশলগত প্রাকৃতিক সম্পদ বা তেল না থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এত কাছাকাছি অবস্থান করেও দেশটি ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা বজায় রেখেছে। এটিই মার্কিন প্রশাসনের কাছে মূল সমস্যা বলে মন্তব্য করেন তিনি।

কিউবার ওপর মার্কিন অবরোধ ক্রমশ কঠোর করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন জুয়ান কার্লোস মার্সান আগুইলেরা। কিউবাকে সন্ত্রাসবাদে মদতদাতা দেশের তালিকায় রাখার সিদ্ধান্তকে তিনি সম্পূর্ণ অন্যায্য বলে দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য, বরং দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন ভূখণ্ড থেকে পরিচালিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শিকার হয়েছে কিউবা।

ফিদেল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে শত শত হত্যাচেষ্টার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর দাবি, সন্ত্রাসবাদে মদতদাতা দেশের তালিকায় কিউবার নাম থাকায় আন্তর্জাতিক আর্থিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। এর ফলে বাণিজ্য, পর্যটন, খনিজ শিল্প এবং পণ্য পরিবহণসহ কিউবার অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কিউবার জ্বালানি সংকটের প্রসঙ্গ তুলে রাষ্ট্রদূত বলেন, বিভিন্ন দেশ কিউবায় তেল সরবরাহ করলে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও শুল্কের মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে অনেক সংস্থাই কিউবায় তেল সরবরাহ করতে চাইছে না। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে।

পর্যাপ্ত জ্বালানির অভাবে কিউবার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা কঠিন সংকটের মধ্যে রয়েছে বলে জানান তিনি। দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকার কারণে হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ওষুধ উৎপাদন, কৃষি, সেচ, পানীয় জল সরবরাহ, পরিবহণ, যোগাযোগ ও শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিদ্যুৎ সংকটের কারণে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে এবং বহু মানুষ অস্ত্রোপচারের অপেক্ষায় রয়েছেন বলেও দাবি করেন রাষ্ট্রদূত।

তাঁর অভিযোগ, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা শুধু কিউবা সরকারের বিরুদ্ধে নয়, বরং গোটা কিউবার জনগণের ওপর সম্মিলিত শাস্তির মতো কাজ করছে। প্রবীণ, গর্ভবতী নারী, শিশু এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষও এর প্রভাব থেকে রেহাই পাচ্ছেন না।

কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও কিউবা নিজেদের অর্থনীতি পুনর্গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানান রাষ্ট্রদূত। জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কিউবার মোট উৎপাদিত শক্তির প্রায় ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আসছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৩০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য রয়েছে বলে জানান তিনি।

খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে বিদেশি সংস্থার সঙ্গে কাজ করা এবং কৃষিজমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইজারা দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। পাশাপাশি পর্যটন শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান।

রাষ্ট্রদূত বলেন, কিউবার জনগণ মার্কিন নীতির পরিবর্তনের অপেক্ষায় বসে নেই। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করাই এখন প্রধান লক্ষ্য। কিউবা শান্তি চায়, কিন্তু নিজেদের স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষার জন্য যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত।

কিউবা কখনও আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নব্য উপনিবেশে' পরিণত হবে না বলেও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। অতীতের মতো ভবিষ্যতেও কিউবার জনগণ নিজেদের দেশ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবে বলে জানান রাষ্ট্রদূত।

জাতিসংঘে কিউবার ওপর মার্কিন অবরোধের বিরোধিতায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যাপক সমর্থনের কথাও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্বের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ কিউবার ওপর মার্কিন অবরোধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

কিউবার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রক্ষায় গ্লোবাল সাউথসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। একতরফা নিষেধাজ্ঞার পরিবর্তে বহুপাক্ষিকতা, শান্তি, সহযোগিতা ও সংহতিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি করার পক্ষেও সওয়াল করেন রাষ্ট্রদূত।

ভারত-কিউবা সম্পর্কের প্রসঙ্গে ভারতীয় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন জুয়ান কার্লোস মার্সান আগুইলেরা। তিনি বলেন, ফিদেল কাস্ত্রো ভারত ও কিউবার সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৫৯ সালে চে গেভারাকে ভারতে পাঠানোর মাধ্যমে দুই দেশের বিপ্লবী নেতৃত্বের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর হয়। পরবর্তীতে ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৭৩ ও ১৯৮৩ সালে ভারত সফর করেন।

ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতা এবং স্বাধীনতার প্রতি দুই দেশের জনগণের গভীর অঙ্গীকার ভারত ও কিউবাকে ঐতিহাসিকভাবে কাছাকাছি এনেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

রাষ্ট্রদূত বলেন, কিউবার কঠিন সময়েও ভারতীয় জনগণ তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পতনের পর কিউবার কঠিন সময়ে ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ গম ও চাল পাঠানো হয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়েও কিউবার জন্য ওষুধ সংগ্রহে ভারতের বিভিন্ন সংগঠন উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানান তিনি।

বক্তব্যের শেষে রাষ্ট্রদূত বলেন, ১৯৫৩ সালে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবার তরুণ প্রজন্ম বিপ্লবের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে সংগ্রাম শুরু করেছিল, বর্তমান প্রজন্মও সেই উত্তরাধিকারকে হারিয়ে যেতে দেবে না। সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার রক্ষায় কিউবার জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

জিতেন্দ্র

● **প্রথম পাতার পর** এসপিও-সহ বিভিন্ন অংশের কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যার মধ্যে রয়েছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। উগ্রপন্থী দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী এসপিওদেরও বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বর্তমানে তাঁদের দাবির প্রতি সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে অভিযোগ বিরোধী দলনেতার।জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ, যুবকদের কর্মসংস্থান নিয়ে সরকার বারবার নতুন নতুন ঘোষণা করছে। বিভিন্ন পদ পূরণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও বাস্তবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কার্যকর অগ্রগতি নেই। চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ আবেদন ফি নেওয়া হলেও নিয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা চলছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।এদিকে পিআরটিসি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও তীব্র আপত্তি জানান বিরোধী দলনেতা। তাঁর বক্তব্য, এই সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনে বিষয়টি অবশ্যই উত্থাপন করা হবে বলে জানান তিনি।অধিবেশনের সময়সীমা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন পর বিধানসভা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। রাজ্যের মানুষের এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য অন্তত চার থেকে পাঁচ দিন অধিবেশন চালানোর দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু সরকার পক্ষ তিন দিনের বেশি অধিবেশন চালানো সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।তবে নির্ধারিত তিন দিনের মধ্যেই রাজ্যের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি বিধানসভায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে বলে জানান বিরোধী দলনেতা। তাঁর কথায়, স্পিকারের কাছে প্রাইভেট মেম্বার রেজোলিউশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি শর্ট ডিউরেশন ডিসকাশন এবং ডাবল-স্টার প্রশ্নের মাধ্যমেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনায় আনার আবেদন করা হয়েছে। স্পিকার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন বলেও জানান জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য, অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যের মানুষের ক্ষোভ, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের কথা বিধানসভায় যতটা সম্ভব তুলে ধরতে প্রতিটি সেকেন্ড ও প্রতিটি মিনিট কাজে লাগানো হবে।

নাড্ডার

● **প্রথম পাতার পর** প্রশ্ন তোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর দাবি, ২০ জুলাইয়ের ঘটনা ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের নজরে এসেছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একজন প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে।নাড্ডা প্রশ্ন করেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালত যখন বিষয়টি তদন্ত করছে, তখন ক্যামেরার সামনে থানার বাইরে বসে রাহুল গান্ধী কী প্রমাণ করতে চাইছেন? লোকসভার বিরোধী দলনেতার কি দেশের বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা নেই বলেও প্রশ্ন তোলেন তিনি।রাহুল গান্ধী শুধুমাত্র সংবাদমাধ্যমের নজর কাড়ার জন্য একটি ইস্যু তৈরি করার চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ করেন নাড্ডা। তাঁর দাবি, শুক্রবার রাহুল গান্ধী ডিসিপি দফতরে পৌঁছনোর পর তাঁকে জানানো হয়েছিল যে যন্তর মন্তরের বিক্ষোভ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় পুলিশ তদন্ত করছে। তাঁর উত্থাপিত বিষয়গুলিও তদন্ত করা হচ্ছে বলে ডিসিপি আশ্বস্ত করেছিলেন।নাড্ডার বক্তব্য, এরপরও রাহুল গান্ধী ধর্নায় বসে থাকায় তাঁর জেদ এবং হতাশাই প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর দাবি, রাহুলের উদ্দেশ্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা নয়, বরং পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলা।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, রাহুল গান্ধীর ধর্নার সময়টিও রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর দাবি, 'বন্দে মাতরম' নিয়ে কংগ্রেস নানা প্রশ্নের মুখে পড়েছে এবং জাতীয় সংগীতের অবমাননা নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে নজর ঘোরাতেই রাহুল গান্ধী তড়িঘড়ি নতুন করে একটি ইস্যু তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ করেন নাড্ডা। তিনি আরও দাবি করেন, কংগ্রেসের এক প্রবীণ নেতাকে তেরঙার থিমে তৈরি একটি কেক কাটতে দেখা গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্ক থেকে মানুষের নজর সরাতেই রাহুল গান্ধীর ধর্নাকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ নাড্ডার।এদিকে, নাড্ডার আক্রমণের মধ্যেও রাহুল গান্ধী দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার ডিসিপি দফতরের সামনে ধর্না চালিয়ে যান। তাঁর অভিযোগ, গত মাসে যন্তর মন্তরে শিক্ষা সংস্কারের দাবিতে ছাত্রদের বিক্ষোভ চলাকালীন এক ছাত্র পেলেট গানের আঘাতে আহত হন। সেই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করতে পুলিশের অস্বীকৃতির প্রতিবাদেই তাঁর অবস্থান কর্মসূচি।রাহুল গান্ধীর সঙ্গে ধর্নায় যোগ দেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাও।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্যার মুখে মানুষ প্রতিবাদ করার অধিকার রাখেন। তাঁদের অসুবিধার বিষয়টি সরকার বুঝতে পারছে। তাইগ্রাহকদের স্বস্তিদিতে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ড. সাহা বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ইরান ও আমেরিকার মধ্যে চলমান উত্তেজনার প্রভাব আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের দামের ওপর পড়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচও বেড়েছে।রাজ্যের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যেও সরকার ১০০ কোটির বেশি টাকার ভর্তুকির ব্যবস্থা করেছে। এর ফলে বিদ্যুতের অতিরিক্ত খরচের বোঝা সাধারণ মানুষের ওপর সরাসরি পড়বে না বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি মুখ্যমন্ত্রী আরও আশা প্রকাশ করেন, সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা স্বস্তি পাবেন এবং বর্ধিত বিদ্যুৎ খরচের কারণে রাজ্যের পরিবারগুলিকে আর্থিক সমস্যার মুখে পড়তে হবে না।

৩১ আগস্ট

● **প্রথম পাতার পর** সচিবালয় থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিধানসভা সচিবালয়ের জারি করা বৈধ অনুমতিপত্র ছাড়া কোনও ব্যক্তি বা যানবাহন বিধানসভা চত্বরে প্রবেশ করতে পারবে না। ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য সদস্যাগণ, সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ব্যক্তিগণ এবং ত্রিপুরা বিধানসভায় কর্মরত কর্মচারিরা বিধানসভায় প্রবেশের ক্ষেত্রে তাদের পরিচয়পত্র/ বিধানসভা সচিবালয়ের জারি করা বৈধ অনুমতিপত্র গেটের কাছে নিরাপত্তারক্ষীরা চাইলে তা প্রদর্শন করবেন। ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য সদস্যাগণ, সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত ব্যক্তিগণ এবং ত্রিপুরা বিধানসভায় কর্মরত কর্মচারিরা বৈধ অনুমতিপত্র নিয়ে গাড়িতে বা অন্য কোনও বাহনে করে প্রবেশ করতে পারবেন। তবে ব্যাগ, অন্যান্য আপত্তিকর জিনিসপত্র নিয়ে কোনও দর্শনার্থী, সরকারি আধিকারিক, সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকগণ এবং বিধানসভার কর্মীরাও বিধানসভায় প্রবেশ করতে পারবেন না।

আলমগীর

● **প্রথম পাতার পর** আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনাও করেন। খালেদা জিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত আলমগীর দীর্ঘদিন বিএনপির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন।বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় বিরোধী জোটের মনোনীত প্রার্থী অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল অলি আহমেদকে পরাজিত করেন ৭৮ বছর বয়সি আলমগীর। তিনি পেয়েছেন ২৫৫টি ভোট। অন্যদিকে অলি আহমেদ পেয়েছেন ৮৮টি ভোট। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ইতিহাসে এই ভোট বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৯১ সালের পর এই প্রথম রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। গত কয়েক দশকে সাধারণত ঐকমত্যের ভিত্তিতে অথবা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের শপথের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। বিএনপির দীর্ঘদিনের এই প্রবীণ নেতা এবার দেশের সাংবিধানিক রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বগ্রহণ করলেন।

মানিক সরকার

● **প্রথম পাতার পর** বিপ্লবী জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তুলে ধরেন তিনি। মানিক সরকার বলেন, কিউবায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগী শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপ এবং শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতেই ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশ ঘটে।

তিনি জানান, বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনায় ফিদেল কাস্ত্রো ও তাঁর সহযোগীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ফিদেল গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়। সেই সময় আদালতে নিজের বক্তব্য নিজেই তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। দীর্ঘ বক্তব্যে ফিদেল কাস্ত্রো শুধু নিজের অবস্থানই ব্যাখ্যা করেননি, বরং ভবিষ্যতের কিউবা কেমন হবে এবং জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন, তারও একটি রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন।

মানিক সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, সেই ঐতিহাসিক বক্তব্যে ফিদেল কাস্ত্রো স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে পরিচালিত বিচারব্যবস্থা থেকে ন্যায়বিচার পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তবুও তিনি নিজের আদর্শ ও সংগ্রামের প্রতি আস্থা রেখেছিলেন। ইতিহাসই তাঁর সংগ্রামের যথার্থ মূল্যায়ন করবেএই বিশ্বাস তাঁর মধ্যে দৃঢ় ছিল।

ফিদেল কাস্ত্রোর গ্রেপ্তারের পর কিউবার জনগণের মধ্যে আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। তাঁর মুক্তির দাবিতে দেশজুড়ে ক্ষোভ ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে মুক্তি পাওয়ার পর ফিদেল মেক্সিকোতে চলে যান এবং সেখানেই নতুন করে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন।

মেক্সিকোতে ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দেন তাঁর ভাই রাউল কাস্ত্রো এবং আর্জেন্টিনার বিপ্লবী নেতা চে গেভারাসহ একদল বিপ্লবী। 'গ্রানমা' নামের নৌযানে করে তাঁরা কিউবায় প্রবেশ করেন। সেখানে পৌঁছানোর পর বাতিস্তা বাহিনীর আক্রমণের মুখে পড়ে বিপ্লবীদের একটি বড় অংশ নিহত বা গ্রেপ্তার হলেও ফিদেল, রাউল ও তাঁদের কয়েকজন সহযোগী আত্মরক্ষা করে পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয় নেন। সেখান থেকেই তাঁরা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন।

ক্রমে বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন ও সশস্ত্র সংগ্রাম তীব্রতর হয়। এক পর্যায়ে কিউবার সেনাবাহিনীর মধ্যেও বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তৈরি হয়। পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে বাতিস্তা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। এরপর কিউবায় বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফিদেল কাস্ত্রো দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

মানিক সরকার বলেন, ক্ষমতায় আসার পর ফিদেল কাস্ত্রো ভূমি সংস্কারসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ভূমিহীন ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে জমি বণ্টন করা হয়। বিদেশি পুঁজির প্রভাব কমানো এবং দেশের অর্থনীতি ও সম্পদের ওপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। একইসঙ্গে ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন ফিদেল।

তিনি আরও বলেন, ফিদেল কাস্ত্রো শুধু কিউবার নেতা হিসেবেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শান্তি, সার্বভৌমত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক আন্দোলনে তিনি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।

মানিক সরকার বলেন, ফিদেল কাস্ত্রোর জন্মশতবার্ষিকী শুধু তাঁকে স্মরণ করার উপলক্ষ নয়, তাঁর বিপ্লবী আদর্শ ও সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নেওয়ারও সময়। কিউবার বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিশ্বের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মানিক সরকার বলেন, দেশের মাটিতে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে যত সময়ই লাগুক, কৃষক ও মেহনতি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সংগ্রামকে আরও তীব্র ও ধারালো করার মধ্য দিয়েই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, ফিদেল কাস্ত্রোর জন্মশতবর্ষের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তাঁর কথায়, এই সংগ্রাম শুধু ত্রিপুরার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; গোটা ভারতবর্ষেই সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

মানিক সরকার আরও বলেন, ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লবী আদর্শ ও সংগ্রাম আগামী দিনেও শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইকে অনুপ্রাণিত করবে। দেশে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার ওপর গুরুত্বারোপ করে মানিক সরকার বলেন, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ এবং ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। ফিদেল কাস্ত্রোর জন্মশতবর্ষে তাঁর বিপ্লবী আদর্শকে স্মরণ করে এই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ নেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি।

শেষে কিউবার জনগণ এবং ভারতে নিযুক্ত কিউবার রাষ্ট্রদূতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংহতি জানিয়ে মানিক সরকার বলেন, ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লবী আদর্শ কেবল কিউবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকেও তা অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

দাবি কেন্দ্রের

● **প্রথম পাতার পর** চলতি মরশুমে দেশে চিনি উৎপাদন প্রায় ৩০৬ লক্ষ মেট্রিক টন হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। অথচ আখ উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন।আখের ফলনে রেড রট ও টপ বোরার রোগের প্রভাব পড়েছে। পাশাপাশি অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে জল জমে যাওয়াতেও আখের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রক।তবে উৎপাদন প্রত্যাশার তুলনায় কম হলেও দেশে পর্যাপ্ত চিনির মজুত রয়েছে বলে সরকারের দাবি। অক্টোবর মাসে নতুন করে আখ মাড়াইয়ের মরশুম শুরু হওয়া পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর মতো চিনি দেশে রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।শুধু ভারত নয়, বিশ্বজুড়েই চিনির সরবরাহে টান তৈরি হয়েছে। ২০২৬-২৭ সালে বিশ্ব বাজারে চিনির ঘাটতি প্রায় ৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন হতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার আশঙ্কাও আন্তর্জাতিক বাজারের পরিস্থিতিকে আরও প্রভাবিত করেছে।সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ৩০ জুন আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির দাম ছিল প্রতি টন ৪৭৪ ডলার। ২০ আগস্ট তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫২ ডলারে। অর্থাৎ দুই মাসেরও কম সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির দাম ১৬ শতাংশের বেশি বেড়েছে।ভারতে সাধারণত বছরে প্রায় ৩২০-৩৪০ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বার্ষিক চাহিদা প্রায় ২৮০-২৯০ লক্ষ মেট্রিক টন। উৎপাদন উদ্বৃত্ত হলে চিনি কারখানাগুলিতে অতিরিক্ত মজুত পড়ে থাকে, ফলে কারখানাগুলির অর্থ আটকে যায় এবং আখচাষিদের পাওনা মেটাতেও দেরি হতে পারে।এই কাঠামোগত সমস্যা মোকাবিলায় উদ্বৃত্ত চিনি ইথানল উৎপাদনে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছে সরকার। এর ফলে চিনি কারখানাগুলির আর্থিক অবস্থার উন্নতিও হয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রের।সরকার জানিয়েছে, ২০২৫-২৬ মরশুমের আখচাষিদের পাওনার ৯৭ শতাংশই ২০ আগস্ট পর্যন্ত মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিনি কারখানাগুলির আর্থিক অবস্থার উন্নতির ফলে সরকারি সহায়তার উপর তাদের নির্ভরতাও কমেছে।২০১৪ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে চিনি শিল্পকে প্রায় ১৪, ৬০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়েছিল। তবে ২০২১-২২ সালের পর থেকে এই খাতে নতুন করে কোনও ভর্তুকি ঘোষণা করা হয়নি বলে জানিয়েছে সরকার।দীর্ঘমেয়াদে সাধারণ মানুষের জন্য চিনির দামও মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল বলে মন্ত্রকের দাবি। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত চিনির দাম বছরে গড়ে প্রায় ৩ শতাংশ হারে বেড়েছে।

এদিকে বাজারে কৃত্রিম সংকট ও অতিরিক্ত মজুত রুখতে ব্যবসায়ীদের জন্য চিনির মজুতের সীমাও নির্ধারণ করা হয়েছে। ১ আগস্ট থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত দেশজুড়ে চিনি ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ ৪০০ টন পর্যন্ত মজুত রাখার অনুমতি রয়েছে। পাশাপাশি ১ সেপ্টেম্বর থেকে বাল্ক ক্রেতারা ১৫ দিনের ব্যবহারের বেশি চিনি মজুত রাখতে পারবেন না।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 12/EE(PWD)/BLN/2026-27 DATED, 20-08-2026

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/MES/ Railway upto 3.00 P.M. on 02-09-2026 for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	DNIeT No.78/NIT/SE-III/R/ PWD(R&B)/2026-27	1,09,62,117.71	2,19,242.00	180(One hundred eighty) days	Appropriate Class
2	DNIeT No.82/NIT/SE-III/R/ PWD(R&B)/2026-27	64,93,366.89	1,29,867.00	180(One hundred eighty) days	
3	DNIeT No.84/NIT/SE-III/R/ PWD(R&B)/2026-27	1,44,73,829.33	2,89,477.00	180(One hundred eighty) days	
4	DNIeT No.90/NIT/SE-III/R/ PWD(R&B)/2026-27	97,05,631.57	1,94,113.00	180(One hundred eighty) days	
5	DNIeT No.92/NIT/SE-III/R/ PWD(R&B)/2026-27	38,84,725.37	77,695.00	180(One hundred eighty) days	
6	DNIeT No.93/NIT/SE-III/R/ PWD(R&B)/2026-27	38,92,581.57	77,852.00	180(One hundred eighty) days	

• Last date and time for document downloading and bidding: Up to 03.00 PM on 02-09-2026
• Time and date of opening of technical bid: At 4.00 PM on 02-09-2026
• Cost of Tender document: *.4,000/- only for Sl. No.1 to 4 and 7.1,000/- only for Sl. No.5 & 6.
• Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in For any enquiry, please contact by e-mail to: eepwdbln2006@gmail.com.

ICA/C-1698/26

(Er. Litan Debnath)
Executive Engineer,
Belonia Division, PWD(R&B)
Belonia, South Tripura

দিল্লি পুলিশ

● **প্রথম পাতার পর** শুক্রবার দেখা করতে বলেন। রাহুল তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করানোর চেষ্টা করবেন।

পেলেটের আঘাতে গুরুতর আহত সাহিল তাঁর সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করা সাধারণ মানুষকেও ধন্যবাদ জানান। তাঁর দাবি, শরীরে প্রায় ২০০টি পেলেট থাকার পরও মানুষের প্রার্থনা ও সহযোগিতায় তিনি ফের নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছেন।

সাহিল বলেন, এটা ন্যায়বিচারের জয়। তবে এফআইআর দায়ের হতে এতটা সময় লাগায় ক্ষোভও প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং অভিযোগকারী নিজে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এফআইআর দায়ের করতে পুলিশের আট ঘণ্টা সময় লেগেছে। সাহিলের দাবি, রাহুল গান্ধী সাহায্যের হাত না বাড়ালে হয়তো এফআইআর দায়েরই হত না। তিনি জানান, ১৪ আগস্ট থেকে এফআইআর দায়ের করার জন্য বারবার থানায় যাচ্ছিলেন। প্রায় সাত থেকে আট দিন পর অবশেষে অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, রাহুল গান্ধী থানায় উপস্থিত থাকায় শেষ পর্যন্ত এফআইআর দায়ের হবে বলে তাঁর আস্থা ছিল।

সাহিলের মা-ও রাহুল গান্ধীকে ধন্যবাদ জানান। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে অভিযোগটি নথিভুক্ত করাতে সহযোগিতা করার জন্য তিনি বিরোধী দলনেতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এর আগে শুক্রবার সকাল থেকে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার ডিসিপি দফতরের সামনে ধর্নায় বসেছিলেন রাহুল গান্ধী। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা-সহ দলের একাধিক নেতা। তাঁদের দাবি ছিল, গত ২০ জুলাই যন্তর মন্তরে ছাত্রদের বিক্ষোভের সময় সাহিল লোচাবের উপর কথিত পেলেট গান ব্যবহারের ঘটনায় অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করতে হবে। রাহুল গান্ধীর অবস্থানের কয়েক ঘণ্টা পর দিল্লি পুলিশের তরফে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়।

এসপি

● **প্রথম পাতার পর** নিয়ে আসা বা নিয়ে যাওয়া, রোগী পরিবহণ এবং বিমানবন্দরে যাত্রী আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে এই অনুমতি রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে যাওয়া-আসার জন্য রাউন্ড ট্রিপেরও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নিয়ম সম্পর্কে অটোচালকদের সচেতন করতে ইতিমধ্যেই একাধিক সচেতনতা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে জানান কান্তা জাঙ্গির। অটো-রিকশা ইউনিয়নগুলির সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে এবং নিয়ম সম্পর্কে চালকদের বারবার জানানো হয়েছে। নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের নোটিশও দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবারের বিশেষ অভিযানে শহরের ভিতরে নিয়মবহির্ভূতভাবে চলাচল করে যানজট সৃষ্টি করা বেশ কয়েকটি বাইরের এলাকার অটো-রিকশা আটক করা হয়েছে বলে জানান ট্রাফিক এসপি।

টিএইচআরসি'র

● **প্রথম পাতার পর** অভিযোগের সঙ্গে বেশ কিছু নথি জমা দেওয়া হয়েছে বলে কমিশনের অর্ডার শিটে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর অভিযোগপত্রের একটি কপি আগরতলা পুর নিগমের কমিশনারের কাছে পাঠিয়ে বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে মানবাধিকার কমিশন।অভিযোগে আবেদনকারীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে দাবি করা হয়েছে, সেই বিষয়ে তদন্ত করে একটি রিপোর্ট জমা দিতে এএমসি কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।২১ আগস্ট এই নির্দেশ জারি করেন ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি লোধ এবং সদস্য ইউ. চৌধুরী। এএমসি কমিশনারের রিপোর্ট পাওয়ার জন্য মামলাটি ২০ দিন পর ফের তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যুব কংগ্রেস

● **প্রথম পাতার পর** নিয়োগ নিয়েও দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ তোলেন তিনি।

শিক্ষাক্ষেত্রে গত কয়েক বছরে ২৩ হাজারের বেশি শিক্ষক পদ বিলুপ্ত হয়েছে, ছয় শতাধিক স্কুল কমেছে এবং প্রায় ৩৫০টি স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে পঠনপাঠন চলছে বলেও দাবি করেন তিনি। চাকরিপ্রার্থীরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সমস্যার কথা জানাতে গেলে তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপের অভিযোগও তোলেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র।

কেন্দ্রের কর্মসংস্থান পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেশে কর্মসংস্থান কমার চিত্র উঠে এসেছে। কর্পোরেট ক্ষেত্রে ছাঁটাই এবং মজুরি কমানোর প্রবণতাও বেড়েছে বলে দাবি করেন তিনি। ত্রিপুরায় বিনিয়োগ সম্মেলনে বিপুল বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তার বাস্তব ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

প্রবীর চক্রবর্তীর অভিযোগ, রাজ্য ও দেশে মূল্যবৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে। সরিষার তেল, এলপিজি, ডাল, দুধ, চাল, ডিম, শাকসবজি ও মাছ-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে ধরেন তিনি।

তিনি দাবি করেন, একদিকে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বাড়ছে, অন্যদিকে কর্পোরেট পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বৈদেশিক ঋণ এবং রাজ্যের ঋণের পরিমাণ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারের আর্থিক নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রেও সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলে প্রদেশ কংগ্রেস। দলের দাবি, স্মার্ট মিটার, প্রিপেইড ও ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ গ্রাহকদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ তৈরি হচ্ছে।

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেওয়ার সরকারি ঘোষণার বাস্তব প্রভাব কী হবে, তা স্পষ্ট করার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। পাশাপাশি স্মার্ট মিটার প্রকল্প বন্ধ করা, ইতিমধ্যে বসানো মিটার তুলে নেওয়া, ফিক্সড চার্জ , ফিয়ুল এবং অন্যান্য অতিরিক্ত চার্জ প্রত্যাহার এবং ২০১৮ সালের পর থেকে বাড়ানো বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার অথবা নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য স্থায়ী ভর্তুকির দাবি জানানো হয়।

খাদ্য দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রবীর চক্রবর্তী। রেশনিং ব্যবস্থা ও ভোক্তা সুরক্ষায় প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের দাবি জানান তিনি। পিআরটিসি নিয়ে যুব কংগ্রেসের আন্দোলনের হুঁশিয়ারিসাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা বলেন, সুষ্ঠু নিয়োগনীতি প্রণয়ন এবং সমস্ত শূন্যপদ পূরণের দাবিতে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে। শিক্ষা-সহ বিভিন্ন দপ্তরে কত পদ শূন্য, কত পদ বিলুপ্ত হয়েছে এবং কেন বিলুপ্ত হয়েছেসরকারকে সেই তথ্য প্রকাশ করতে হবে বলে দাবি করেন তিনি।

নিয়োগের ঘোষণা দেওয়ার পাশাপাশি নিয়োগ প্রক্রিয়া ও নির্দিষ্ট সময়সীমাও প্রকাশ করার দাবি জানান নীলকমল সাহা। একইসঙ্গে পিআরটিসি -এর বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবিও জানান তিনি।

পিআরটিসি নিয়ে আদালতের মতামতকে সরকার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সরকার যেমন আপিল করেছে, তেমনই কিছু ক্ষেত্রে রায় কার্যকর করা হয়নি। পিআরটিসি এবং স্কুলে পাঁচ বছরের পড়াশোনার সার্টিফিকেটের বাধ্যতামূলকতা তুলে দেওয়া হলে দালালচক্রের অবৈধ অর্থ উপার্জনের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে যুব কংগ্রেস। নীলকমল সাহা বলেন, যুবসমাজের স্বার্থে দলীয় সীমারেখার ঊর্ধ্বে উঠে সকলকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করা হবে এবং সরকারের কাছে দাবি মানার জন্য চাপ তৈরি করা হবে।

প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থ ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়কে সামনে রেখে আগামী দিনেও একাধিক আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

বিদ্যুৎমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** সালের মে মাস থেকে কার্যকর হবে। ইতিমধ্যে নতুন হারে যেসব গ্রাহক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেছেন, তাঁদের অতিরিক্ত প্রদান করা অর্থ পরবর্তী তিনটি বিলিং চক্রে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের বিলে সমন্বয় করে দেওয়া হবে। ফলে গ্রাহকদের বাড়তি অর্থের বোঝা বহন করতে হবে না।বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি জরুরি বৈঠক করেন এবং বিদ্যুৎ মাশুল নিয়ে আলোচনার জন্য দিল্লির কর্মসূচিও সংক্ষিপ্ত করে রাজ্যে ফিরে আসেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে তিনি সাধারণ মানুষের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার প্রতিফলন বলে উল্লেখ করেন।রতন লাল নাথ বর্তমান সরকারের আমলে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির তুলনামূলক পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, ২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে বিদ্যুৎ মাশুল ১১৬.০৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্যদিকে বর্তমান সরকারের গত আট বছরে মাশুল বৃদ্ধির হার ৪০.৪২ শতাংশ। ২০২০-২১ সালেও গ্রাহকদের রিবেট দেওয়া হয়েছিল বলে তিনি জানান।মন্ত্রী আরও বলেন, ২০২২-২৩ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের দাম প্রায় ১৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও রাজ্য সরকার দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করেনি। পরবর্তীতে নিয়ন্ত্রক কমিশনের নির্দেশনার কারণে মাশুল বৃদ্ধির পরিস্থিতি তৈরি হয়।সরকারের এই ভর্তুকি প্রদানে রাজ্যের কোষাগার থেকে প্রায় ৭৭.৫৭ কোটি টাকা ব্যয় হবে। পাশাপাশি আরও ১১৭.১৩ কোটি টাকা ব্যয়ের সংস্থান করা হয়েছে বলে জানান বিদ্যুৎমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার ইতিহাসে এই প্রথম কোনও সরকার বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির ১০০ শতাংশ বোঝা নিজেরা বহন করছে।মন্ত্রী বলেন, রিকশাচালক থেকে কৃষক, ছোট ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ পরিবার, প্রত্যেকেই সেপ্টেম্বর মাসের বিদ্যুৎ বিলে এই সিদ্ধান্তের সুফল দেখতে পাবেন। সাধারণ মানুষের উদ্বেগ ও সমস্যার কথা বিবেচনা করেই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার ইতিহাসে এই প্রথম কোনও সরকার বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির সম্পূর্ণ অর্থাৎ ১০০ শতাংশ বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছে। সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি আর্থিক চাপ না দিয়ে সরকারের এই সিদ্ধান্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জন্য বড় স্বস্তি এনে দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

দূর করা হবে

● **প্রথম পাতার পর** পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এখন বেতন নির্ধারণের জন্য এই বিকল্প গ্রহণ করতে পারবেন। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে বহু কর্মচারি উপকৃত হবেন।এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এর আগে ১৩.০৮.২০২৬ তারিখে অর্থ দপ্তর এমএসিপি -এর কারণে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিকল্প গ্রহণের সুযোগ সংক্রান্ত আরেকটি স্মারকলিপি জারি করেছিল এবং সেই বিকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

থানার অদূরে মন্দিরে চুরি, প্রণামী বাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা

আগরতলা, ২১ আগস্ট: পশ্চিম থানার অদূরে একটি মন্দিরে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আগরতলা শহরের হকার্স কর্নারের খোশবাগান এলাকায়। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে মন্দিরে ঢুকে প্রণামী বাক্স ভেঙে টাকা-সহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থলটি পশ্চিম থানা থেকে মাত্র প্রায় ১০০ মিটার দূরে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো পুজো-অর্চনা শেষে মন্দির বন্ধ করে চলে যান সংশ্লিষ্টরা। পরদিন সকালে মন্দির খুলতেই তাঁদের নজরে আসে, ভিতরে থাকা প্রণামী বাক্সটি ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মন্দিরের বিভিন্ন সামগ্রীও অগোছালো অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার খবর দেওয়া হয় পশ্চিম থানায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। মন্দিরের আশপাশের এলাকা, সম্ভাব্য প্রবেশপথ ও বেরিয়ে যাওয়ার পথ খতিয়ে দেখা হয়। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে, থানার এতটা কাছাকাছি এলাকায় মন্দিরে চুরির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, থানার অদূরেই যদি এমন চুরির ঘটনা ঘটে, তাহলে শহরের অন্যান্য এলাকায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিততা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

পশ্চিম থানার ওসি সঞ্জিত সেনের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে। মন্দিরে বা আশপাশের এলাকায় থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে কি না, তদন্তের অগ্রগতিতে তা স্পষ্ট হবে বলে জানা গেছে। এখনও পর্যন্ত চুরি যাওয়া সামগ্রী এবং প্রণামী বাক্সে থাকা টাকার পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি।

ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

উদয়পুরে আর কে পুর ও মহিলা থানা পরিদর্শনে ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি জি এস রাও

উদয়পুর, ২১ আগস্ট: উদয়পুর মহকুমার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আর কে পুর থানা এবং মহিলা থানা পরিদর্শন করলেন ত্রিপুরা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি জি. এস. রাও। ১৯৯৯ ব্যাচের আইপিএস অফিসার জি. এস. রাও দুই থানায় পৌঁছালে পুলিশ কর্মীদের পক্ষ থেকে তাঁকে আনুষ্ঠানিক অভিবাদন জানানো হয়।

পরিদর্শনকালে ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি দুই থানার বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন। থানার সামগ্রিক কার্যক্রম, পুলিশি পরিষেবা, বিভিন্ন মামলার অগ্রগতি এবং এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে আধিকারিকদের কাছ থেকে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন তিনি। পাশাপাশি পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জি. এস. রাও বলেন, পুলিশের মূল লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া। মানুষের সমস্যার কথা দ্রুত শুনে তা সমাধানের ক্ষেত্রে পুলিশকে আরও সক্রিয় ও সংবেদনশীল ভূমিকা পালন করতে হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি জানান, রাজ্যে মাদকবিরোধী অভিযান, মহিলাদের নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। সমাজকে নেশামুক্ত করার পাশাপাশি মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও জানান ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি।

ভারপ্রাপ্ত ডিজিপির এই থানা পরিদর্শনকে ঘিরে পুলিশ মহলে বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন এবং পুলিশি পরিষেবাকে আরও জনমুখী করার ক্ষেত্রে উর্ধতন পুলিশ আধিকারিকদের এই ধরনের পরিদর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও রেশন সমস্যার প্রতিবাদে সিপিআই(এম)-এর স্মারকলিপি

আগরতলা, ২১ আগস্ট: নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি এবং রেশন ব্যবস্থার নানা সমস্যার প্রতিবাদে খাদ্য ও জনসংভরন দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল সিপিআই(এম) সদর মহকুমা কমিটি।

সিপিআই(এম)-এর নেতা অমল চক্রবর্তী বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ওপর আর্থিক চাপ বাড়ছে। বাজারদর নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের আরও সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন বলে দাবি করা হয়। তাই বাজারে নিয়মিত নজরদারি বৃদ্ধি, কালোবাজারি ও মজুতদারি বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি রেশন দোকানের মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ এবং রেশনসামগ্রীর নির্ধারিত পরিমাণ ও গুণমান নিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয়।

তিনি অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষকে নানা ক্ষেত্রে সমস্যার মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে এবং সরকার জনগণকে ঠকাচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য জনমত গড়ে তুলতে হবে।

বিশেষ করে চিনির সরবরাহ ও রেশন ব্যবস্থায় সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন অমল। তাঁর অভিযোগ, চিনির বিষয়টি নিয়ে সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ যাতে রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়মিত প্রয়োজনীয় সামগ্রী পান, তা নিশ্চিত করতে সরকারের কাছে দাবি জানান তিনি।

মূল্যবৃদ্ধি ও স্মার্ট মিটার নিয়ে ধর্মনগরে ক্ষোভ, সিনিয়র ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন

ধর্মনগর, ২১ আগস্ট: বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, অতিরিক্ত ডিউটি ও ফিক্সড চার্জ এবং প্রিপেইড স্মার্ট মিটার চালুর প্রতিবাদে শুক্রবার ধর্মনগরে সরব হলেন বিদ্যুৎ গ্রাহক ও কর্মীরা। বিদ্যুৎ গ্রাহক ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে হাফলং-যুবরাজনগর সাব-ডিভিশনের সিনিয়র ম্যানেজার সঞ্জীব দাশগুপ্তের কাছে স্মারকপত্র-সহ ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

সমিতির অভিযোগ, বিদ্যুৎ বর্তমানে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য পরিষেবা। অথচ বিদ্যুৎ বিলের সঙ্গে একের পর এক শুল্ক ও অতিরিক্ত চার্জ যুক্ত হওয়ায় সাধারণ গ্রাহকদের ওপর আর্থিক চাপ বাড়ছে। বিশেষ করে ডিউটি চার্জ ও ফিক্সড চার্জের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

ডেপুটেশনকারীদের আরও অভিযোগ, প্রকৃত বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিবর্তে লোড অ্যাসেসমেন্টের নামে সাধারণ গ্রাহক থেকে ব্যবসায়ীদের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপানো হচ্ছে। নতুন ট্যারিফ ব্যবস্থা এবং প্রিপেইড স্মার্ট মিটার চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েও আপত্তি জানিয়েছে সংগঠনটি। তাঁদের দাবি, গ্রাহকদের মতামত ও স্বার্থ বিবেচনা না করে জোর করে স্মার্ট মিটার চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি সময়ভিত্তিক ট্যারিফ চালু হলে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ বিল আরও বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।

শুধু গ্রাহকদের সমস্যা নয়, বিদ্যুৎকর্মীদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা বেসরকারিকরণের সম্ভাব্য উদ্যোগের বিরুদ্ধেও এদিন সরব হয় সংগঠনটি। তাঁদের বক্তব্য, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বিদ্যুৎকর্মীরা পরিষেবা সচল রাখতে দিনরাত কাজ করে চলেছেন। অথচ তাঁদের ন্যায্য দাবিগুলি উপেক্ষিত হচ্ছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা বেসরকারি হাতে গেলে সাধারণ মানুষের ওপর আর্থিক চাপ ও হয়রানি আরও বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাঁরা।

এদিনের ডেপুটেশনে বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার, অযৌক্তিকভাবে লোড চাপানো বন্ধ, স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা, বিদ্যুৎ পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং গ্রাহকদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি বিদ্যুৎ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে গ্রাহকদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে।

ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক অজয় দেব, সভাপতি সুভাষ রায়, ধর্মনগরের প্রাক্তন বিধায়ক অমিতাভ দত্ত-সহ বহু সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহক ও কর্মী।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য নতুন বিদ্যুৎ ট্যারিফ সংক্রান্ত আদেশ ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রাহক ও কর্মীদের ডেপুটেশনের পর বিদ্যুৎ দপ্তর কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই এখন নজর ধর্মনগরের।

হেরোইন উদ্ধারের দাবিতে কাঁকড়াবন পুলিশের অভিযান, আটক তিন যুবক

উদয়পুর, ২১ আগস্ট: গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে হেরোইন উদ্ধারের দাবিতে তিন যুবককে আটক করেছে কাঁকড়াবন থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হদ্রা-সমতল পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা ও একটি বাইক-সহ তিন যুবককে আটক করা হয়। কাঁকড়াবন থানার অফিসার ইনচার্জ গোপাল শুক্ল দাস সংবাদমাধ্যমকে জানান, অভিযানে আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে মোট ৯.৪২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। পুলিশ একটি ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা ও একটি বাইকও আটক করেছে। অটোরিকশাটির নম্বর টিআর -০৩ - ডি - ৩৬৫৬ এবং বাইকটির নম্বর টিআর -০৩ - এন - ৬৯৮৬। পুলিশের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, আটক যুবকদের মধ্যে আর্জন আলী পেশায় ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা চালক এবং তিনি সমতল হদ্রা এলাকার বাসিন্দা। অপর একজনের নাম আলমগীর হোসেন, তাঁর বাড়ি পূর্ব পালাটানা এলাকায়। তৃতীয় আটক যুবকের পরিচয় ও ভূমিকা তদন্তের পর আরও স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। অভিযানে মাদক উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থল এবং পরবর্তীতে কাঁকড়াবন থানায় যান এসডিপিও দেবাঞ্জলি রায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে পুলিশের দাবির বিপরীত অভিযোগ তুলেছেন আটক আর্জন আলীর স্ত্রী। তাঁর দাবি, তাঁর স্বামীকে মিথ্যা অভিযোগে আটক করা হয়েছে এবং তাঁর কাছ থেকে কোনও মাদক উদ্ধার হয়নি। ফলে পুলিশের উদ্ধার সংক্রান্ত দাবি এবং পরিবারের পাল্টা অভিযোগদুই দিকই এখন তদন্তের আওতায় রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক যুবকদের শনিবার আদালতে সোপর্দ করা হবে। আদালতে পুলিশের পক্ষ থেকে কী তথ্য ও প্রমাণ উপস্থাপন করা হয় এবং তদন্তে প্রকৃত ঘটনা কীভাবে সামনে আসে, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

২৫ আগস্ট ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেডের অফিস প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির "এক পেড় মা কে নাম" কর্মসূচিকে সামনে রেখে ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেডের উদ্যোগে আগামী ২৫ আগস্ট বৃক্ষরোপন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ২৫ আগস্ট বিকেল চারটায় এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। আজ ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেডের অফিস কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান জহর সাহা।

তিনি বলেন, ১৯৮৭ সালে ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেড প্রথম গঠিত হয়। এই প্রথমবারের মতো রাজ্যের রাজ্যপাল বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেডের অফিস প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক মীনা রানী সরকার সহ এলাকার কর্পোরেটরগন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সহ কর্পোরেশনের অন্যান্য সদস্যগণ।

পানীয় জল, শৌচাগার ও বেহাল রাস্তায় দুর্ভোগ, পূর্ণ জয় রিয়াংপাড়া বিদ্যালয়ে পরিকাঠামোর করুণ দশা

শান্তিরবাজার, ২১ আগস্ট: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত গাদ্দাং এলাকার পূর্ণ জয় রিয়াংপাড়া নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়কে ঘিরে দীর্ঘদিনের পানীয় জল, শৌচাগার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরবস্থার অভিযোগ উঠেছে। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সমস্যার পাশাপাশি গোটা এলাকাতেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকট রয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিদ্যালয়ে নলকূপ বা জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমানে পর্যাপ্ত পানীয় জলের সুবিধা নেই। এর ফলে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। বিদ্যালয়ের টয়লেট ও বাথরুমের অবস্থাও অত্যন্ত দুর্বল বলে অভিযোগ। পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে মাত্র একটি কক্ষেই পাঠদান পরিচালনা করতে হচ্ছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে দু'জন শিক্ষক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের পাঠদান করছেন বলেও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

শুধু বিদ্যালয় নয়, পূর্ণ জয় রিয়াংপাড়া এলাকাতেও বিশুদ্ধ পানীয় জলের তীব্র সংকট রয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, অনেক পরিবারকে বাধ্য হয়ে পানীয় জল কিনে ব্যবহার করতে হয়। এই পরিস্থিতির প্রভাব বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উপরও পড়ছে। অসুস্থতার সময় পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত শৌচাগার না থাকায় সমস্যা আরও বাড়ে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। এদিকে, এলাকার রাস্তাঘাটের অবস্থাও দীর্ঘদিন ধরে বেহাল বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। পড়ুয়াদের অনেক দূর থেকে হেঁটে বিদ্যালয়ে আসতে হয়। জরুরি পরিস্থিতিতে কোনও রোগীকে হাসপাতালে বা চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও রাস্তার দুরবস্থার কারণে সমস্যায় পড়তে হয় বলে দাবি স্থানীয়দের।

বিদ্যালয়ের জন্য জমি দানকারী নন্দলাল ত্রিপুরা সংবাদমাধ্যমের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এলাকার দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যাশিত উন্নয়নমূলক উদ্যোগ দেখা যায়নি। তাঁর অভিযোগ, ২০১৮ সালের পর থেকে এলাকার সমস্যাগুলি সমাধানে জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। তিনি দ্রুত বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং রাস্তা সংস্কারের দাবি জানান।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নির্বাচনের সময় এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলেও পরবর্তীতে সেই প্রতিশ্রুতিগুলি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। শান্তিরবাজারের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং-সহ সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের দ্রুত এলাকাটি পরিদর্শন করে পানীয় জল, বিদ্যালয়ের শৌচাগার এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এলাকার বাসিন্দা নন্দলাল ত্রিপুরাসহ স্থানীয়রা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহার কাছেও বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন।

এখন দেখার বিষয়, দীর্ঘদিনের এই সমস্যাগুলি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ্যে আসার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসন কত দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পানীয় জল, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের আশায় রয়েছেন পূর্ণ জয় রিয়াংপাড়ার সাধারণ মানুষ।

বিসিআই চেয়ারম্যানের অপসারণের দাবিতে অল ইন্ডিয়া লইয়ার্স ইউনিয়নের বিক্ষোভ

আগরতলা, ২১ আগস্ট: বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (বিসিআই)-এর চেয়ারম্যান মানন কুমার মিশ্রের অপসারণের দাবিতে শুক্রবার প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করল অল ইন্ডিয়া লইয়ার্স ইউনিয়নের ত্রিপুরা স্টেট কমিটি। সারা দেশে সংগঠনের ডাকা কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগরতলা জজ কোর্টের পশ্চিম গেটে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের অভিযোগ, বিসিআই-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে। কাউন্সিলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অভিযোগে আইনজীবী মহলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে দাবি অল ইন্ডিয়া লইয়ার্স ইউনিয়নের।

সংগঠনের আরও অভিযোগ, সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে বিসিআই চেয়ারম্যানের কিছু মন্তব্যও দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং উদ্বেগজনক। এর ফলে আইনজীবী ও আইনি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মহলে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে বলে দাবি করা হয়। বিশেষ করে, গত ১৩ আগস্ট ন্যাশনাল একাডেমি অফ লিগ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের ২০২৬ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নাম নথিভুক্ত না করার নির্দেশকে কেন্দ্র করে বিসিআই-এর গণতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি।

অল ইন্ডিয়া লইয়ার্স ইউনিয়নের দাবি, বিসিআই-এর স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক চরিত্র এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সুরক্ষিত রাখা জরুরি। সেই দাবিতেই চেয়ারম্যান মানন কুমার মিশ্রের অপসারণসহ বিভিন্ন দাবিতে শুক্রবারের এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচিতে সংগঠনের ত্রিপুরা স্টেট কমিটির সদস্য ও আইনজীবীরা অংশ নিয়ে বিসিআই-এর কার্যপ্রণালী নিয়ে নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা বজায় রাখার দাবি জানান।

ত্রিপুরায় চালু ডিজিটাল লেবার

● আটের পাতার পর ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, পেইন্টার, কাঠমিস্ত্রি, ওয়েল্ডার এবং সাইট হেল্পার-সহ বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ শ্রমিকের কাজের সুযোগ রয়েছে। শ্রমিকদের জন্য নিবন্ধন ও কাজের আবেদন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। কোনও এজেন্ট কমিশন ছাড়াই শ্রমিকরা সরাসরি অ্যাপের মাধ্যমে কাজের জন্য আবেদন করতে পারবেন। অ্যাপের মাধ্যমে শ্রমিকরা নিজেদের পছন্দের কাজের স্থান এবং প্রত্যাশিত দৈনিক মজুরি নির্ধারণ করতে পারবেন। মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে নিবন্ধনের পর শ্রমিকরা নিজেদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগের তথ্য দিয়ে একটি যাচাইকৃত প্রোফাইল তৈরি করতে পারবেন।

অন্যদিকে, নির্দিষ্ট দক্ষতার শ্রমিক খুঁজছেন এমন নিয়োগকর্তারাও অ্যাপের মাধ্যমে সহজেই উপযুক্ত কর্মীদের সন্ধান করতে পারবেন। দক্ষতা ও অবস্থানের ভিত্তিতে যাচাইকৃত শ্রমিক বেছে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে। পাশাপাশি নিয়োগকর্তারা কতজন শ্রমিক প্রয়োজন এবং কোন ধরনের দক্ষতা দরকার, সেই তথ্যও উল্লেখ করতে পারবেন। দপ্তরের এই উদ্যোগের ফলে নির্মাণ শ্রমিকদের কাজের সুযোগ বাড়ার পাশাপাশি নিয়োগকর্তাদেরও প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষ শ্রমিক খুঁজে পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ মাশুলের বাড়তি

● আটের পাতার পর সচল রাখা এবং গ্রাহকদের উপর আর্থিক চাপ কমানোর জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে। সরকারের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে প্রায় ১১৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত ভর্তুকি বা আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও জানানো হয়।

বিজেপির বক্তব্য, বিদ্যুৎ মাশুল নিয়ে মানুষের মধ্যে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, সরকার তা উপলব্ধি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছেন এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন বলেও দাবি করা হয়।

বক্তারা বলেন, একটি সরকার শুধু ক্ষমতায় থাকার জন্য নয়, মানুষের পাশে থাকার জন্য কাজ করে। বর্তমান রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের সমস্যা ও আর্থিক চাপের কথা বিবেচনা করেই বিদ্যুৎ মাশুলের বাড়তি বোঝা কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে।

আগামী দিনেও বিদ্যুৎ মাশুল ও ভর্তুকি সংক্রান্ত পরিস্থিতি সরকার নজরে রাখবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়। সাধারণ গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষা করাই সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলেও দাবি করেন বিজেপি নেতৃত্ব।

বক্সনগরে চিকিৎসাধীন বাংলাদেশি নারীর মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

● আটের পাতার পর প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।

ময়নাতদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মরদেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গেছে। এদিকে, বৈধ নথিপত্র নিয়ে ভারতে আসা এক বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনায় সীমান্তবর্তী বক্সনগর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার যাবতীয় দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

২১৩টি স্কুলের পরিকাঠামো

● আটের পাতার পর সর্বশেষ তথ্য জোগাড় করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের পর বিদ্যালয়গুলির সমস্যা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আগামীদিনে বড়দোয়ালি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়কে একটি মডেল স্কুল হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরীক্ষা পে চর্চা কর্মসূচির আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার চাপে যাতে অবসাদে না ভোগে। অবসাদকে জয় করে নিজের সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া দৃঢ় মানসিকতা ও আত্মবিশ্বাসের পরিচায়ক। আর এই দৃঢ় মানসিকতা ও আত্মবিশ্বাসকে যে আয়ত্ব করতে পারবে সেই ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যে শিক্ষাদান করেন তার প্রতি মনোযোগ থাকলে এবং নিজের প্রচেষ্টা থাকলে আলাদা টিউশনের প্রয়োজন হয় না। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, নিজেদের সন্তান সন্ততিদের বেশি নম্বর পাওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না করে একজন ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার দিকে নজর দিতে হবে। স্কুলে পড়াকালীন সময়েই তাদের খেলাধুলা, নাচগান, সামাজিক কর্মকান্ড, দেশাত্মবোধক নানা কার্যকলাপের মধ্যে তাদের যুক্ত করতে হবে। তবেই সুস্থ, সবল, মানসিকভাবে দৃঢ় ও সচেতন নাগরিক হিসাবে তারা গড়ে উঠবে। যা এক সমৃদ্ধ দেশ ও সমাজ গঠনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ রাজ্যে ২৪০টি বিদ্যালয়ে ভার্চুয়াল ক্লাসরুম চালু করা হয়েছে। এরফলে দূরবর্তী এলাকার ছাত্রছাত্রীরা অংক, বিজ্ঞান ইংরেজি বিষয়ে শহরের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছ থেকে লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে। শিক্ষক শিক্ষিকাগণ কেন্দ্রীয়ভাবে স্থাপিত একটি স্টুডিও থেকে এই ক্লাসগুলি নেবেন। এক্ষেত্রে ক্লাস হবে উভয়মুখী অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজনে প্রশ্ন করতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দূরবর্তী এলাকার ছাত্রছাত্রীদের যাতে পড়াশুনা বন্ধ না হয় তার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে আরও ২৪০টি বিদ্যালয়ে এই ধরনের ভার্চুয়াল ক্লাসরুম স্থাপনের অনুমোদন এসে গেছে। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাছে বিদ্যালয় হলো মন্দির। আর একে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদেরও রয়েছে। তিনি রাজ্যে ১২৫টি বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় এবং ৮৪টি পিএম-শ্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বোর্ড পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার জন্য সাধুবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন আগামী দিনেও এই সব বিদ্যালয় থেকে ভালো ফলাফল করা অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও তিনি রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত আইসিটি, টিঙ্কারিং ল্যাব, নিপুণ ত্রিপুরা, বিদ্যাসেতু ও মুকুল কর্মসূচি, নবম শ্রেণিতে পাঠরত ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ছাত্রীদের বিনামূল্যে বাইসাইকেল প্রদান, টেলেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম ও সুপার-৩০ প্রভৃতি কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

নকশা কর্মসূচি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এরফলে মাইক্রো লেভেলে জমির পরিমাপ করা যাবে। এটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি স্বপ্নের প্রকল্প। বর্তমানে আগরতলা পুরনিগম এলাকায় পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে এটি চালু করা হচ্ছে। বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করার মাধ্যমে জমির পরিমাপের জটিলতা দূর করা সম্ভব হবে এই কর্মসূচির মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক মিনা রাণী সরকার, কর্পোরেটর অলক রায়, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে, শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ড. সমিত রায় চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

বিলোনিয়ায় ১৬ লক্ষ টাকার শাড়ি

● আটের পাতার পর নিয়ে গাবতলী এলাকায় যানবাহনে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন।

সেই সময় নিহারনগরের দিক থেকে সিদ্ধিনগরের দিকে আসা দুটি গাড়ি পুলিশের নজরে আসে। গাড়ি দুটির নম্বর টিআর - ডি - ০৬৩৫ এবং টিআর - ০৮ - এ- ০৬৬৫। পুলিশ ও বিএসএফের পক্ষ থেকে গাড়ি দুটিকে থামার সংকেত দেওয়া হলেও চালকরা সেই নির্দেশ অমান্য করে দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

এরপর পুলিশ ও বিএসএফ সদস্যরা গাড়ি দুটির পিছু ধাওয়া করেন। কিছুক্ষণ পর একটি নির্জন এলাকায় গাড়ি দুটিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তবে গাড়ির চালকরা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পরে গাড়ি দুটিতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৬০০টি শাড়ি ও অন্যান্য পোশাক-সহ ১৬টি বান্ডিল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া পোশাক সামগ্রীর আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৮ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। পাশাপাশি দুটি গাড়ির আনুমানিক মূল্যও প্রায় ৮ লক্ষ টাকা।

সব মিলিয়ে উদ্ধার হওয়া পোশাক ও দুটি গাড়ির মোট আনুমানিক মূল্য ১৬ লক্ষ টাকা।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া পোশাক সামগ্রী ও দুটি গাড়ি বিএনএস-এর ১০৬ ধারার অধীনে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গাড়ি দুটির চালক ও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে

● আটের পাতার পর আগে সংস্কার করা হয়েছিল। সেই সময় রাস্তা সংস্কারে প্রায় সাত কোটি টাকা ব্যয় হয় বলে দাবি স্থানীয়দের। কিন্তু সংস্কারের মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই রাস্তাটি ফের বেহাল হয়ে পড়ে এবং যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে যায়।

এরপর রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিকবার আন্দোলন ও সড়ক অবরোধ করা হয়। প্রায় এক মাস আগে ফের রাস্তা সংস্কারের কাজ করা হলেও বর্তমানে রাস্তাটি আবারও চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ অবরোধকারীদের।

অবরোধে অংশ নেওয়া গাড়িচালকদের অভিযোগ, রাস্তার এমনই দুরবস্থা যে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রোগী, বয়স্ক ব্যক্তি ও গর্ভবতী মহিলাদের যাতায়াতেও চরম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বারবার অবরোধের পর প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসে রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিলেও বাস্তবে স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের।

শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে টিলাবাজার এলাকায় সড়ক অবরোধ শুরু হয়। পরে স্থানীয় মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করেন। তবে অবরোধকারীরা তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হননি। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, ঘটনাস্থলে জেলাশাসক এসে রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে নিশ্চিত আশ্বাস না দেওয়া পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে না।

অবরোধকারীদের আরও বক্তব্য, তাঁরা রাস্তায় গাড়ি চালানোর জন্য সরকারকে নিয়মিত কর প্রদান করেন। তাহলে রাস্তার এমন বেহাল দশা কেন থাকবেএই প্রশ্নও তোলেন তাঁরা। দুপুর ১২টা পর্যন্ত জেলাশাসক ঘটনাস্থলে না আসায় অবরোধ অব্যাহত থাকে। এ সময় সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা।

পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিও তোলেন অবরোধকারীরা।

অন্যদিকে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ইরানি থানার সেকেন্ড ওসি শ্রীকান্ত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও টিএসআর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছেন। রাস্তা অবরোধকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

াঙ্গন

রাজ্যে হ্যান্ডবলের উন্নতি ও প্রসারের জন্য সংগঠনের বিশেষ উদ্যোগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট ।। আগরতলা মেলার মাঠস্থিত এগিয়ে চলো সংঘে আগামী ৩০ আগস্ট ত্রিপুরা হ্যান্ডবল এসোসিয়েশনের এক গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক লিটন রায় স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, সম্প্রতি পুনর্গঠিত এই এসোসিয়েশনে কয়েকজন সদস্য পদত্যাগ করায় ২০২৫ সালের স্পোর্টস অ্যাক্ট মেনে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা এই সভার অন্যতম প্রধান এজেন্ডা। তাছাড়া, দীর্ঘদিনের বেহাল দশায় থাকা উমাকান্ত হ্যান্ডবল গ্রাউন্ডের সার্বিক উন্নতি ও সংস্কারের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন এবং রাজ্যের হ্যান্ডবল খেলাধুলার মানোন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এদিকে হ্যান্ডবল খেলার প্রসার ও তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আজ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরায়, আইপিএস অফিসার মানিক দাস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ত্রিপুরার হ্যান্ডবলের সার্বিক বিকাশ এবং এর বিরুদ্ধে চলা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র রোধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। প্রশাসনের এই সহানুভূতিশীল সহযোগিতার পাশাপাশি আজ থেকেই উমাকান্ত হ্যান্ডবল গ্রাউন্ডে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তরুণ খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দান শুরু হয়েছে এবং অতিসত্বর উর্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে মাঠটির আধুনিকীকরণের কর্মসূচি রূপায়িত হবে।

সিনিয়র এলিট গ্রুপের রাজ্য ক্রিকেটে উদয়পুরকে হারিয়ে সেমিফাইনালে মোহনপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট ।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন উদ্যোগে আয়োজিত সিনিয়র রাজ্যভিত্তিক এলিট গ্রুপের লিগ পর্যায়ের খেলায় গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নিয়েছে মোহনপুর। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি (পিটিএ) গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত রোমাঞ্চকর ম্যাচে উদয়পুরকে ৪১ রানের ব্যবধানে পরাজিত করে মোহনপুর। নির্ধারিত সময়ের ৪৫ মিনিট দেরিতে ম্যাচ শুরু হওয়ায় ম্যাচটির পরিসর কমিয়ে ৪৭ ওভারে নামিয়ে আনা হয়। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় মোহনপুর এবং নির্ধারিত ৪৭ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে ২০৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সমীর দেববর্মা ৫৮ বলে ৫১ রান, দেবাংশু দত্ত ৬২ বলে ৪৬ রান এবং ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ৩৭ বলে ৪০ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস উপহার দেন। উদয়পুরের পক্ষে বোলিংয়ে মিজানুর রহমান ৩২ রানে ৩টি উইকেট লাভ করেন।

২০৯ রানের জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে মোহনপুরের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে উদয়পুর ৪৩.৪ ওভারে ১৬৭ রানেই অলআউট হয়ে যায়। দলের হয়ে রিয়াজউদ্দিন ৪৭ বলে ৩৮ রান এবং আরমান হোসেন ৭২ বলে ৩৫ রান করে কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেন। তবে মোহনপুরের বোলারদের তোপের সামনে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়; সন্দীপ সরকার ২৪ রান খরচায় ৪টি এবং ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ২৯ রান দিয়ে ৩টি উইকেট শিকার করেন। দুর্দান্ত বোলিং নৈপুণ্য প্রদর্শন করে ম্যাচসেরার খেতাব অর্জন করেন সন্দীপ সরকার। এই জয়ের সুবাদে মোহনপুর ''বি'' গ্রুপ থেকে রানার্স-আপ হিসেবে সেমিফাইনালের টিকিট লাভ করল।

সিনিয়র রাজ্যভিত্তিক এলিট ক্রিকেট সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট ।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) উদ্যোগে আয়োজিত সিনিয়র রাজ্যভিত্তিক এলিট গ্রুপের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত হয়েছে। আগামী ২৫ আগস্ট দুটি ভিন্ন মাঠে একই সময়ে সেমিফাইনাল জোড়া অনুষ্ঠিত হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী (পিটিএজি) গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে বিশালগড় ও মোহনপুর। গ্রুপ ''এ'' থেকে দুর্দান্ত খেলে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হিসেবে শেষ চারে স্থান করে নিয়েছে বিশালগড়। অন্যদিকে, গ্রুপ ''বি'' থেকে রানার্স-আপ দল হিসেবে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র সংগ্রহ করেছে মোহনপুর। একই দিনে টিআইটি গ্রাউন্ডে অপর সেমিফাইনালে লড়াইয়ে নামবে সদর মহকুমা দল এবং তেলিয়ামুড়া। সদর মহকুমা দল গ্রুপ ''বি'' থেকে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে এবং তেলিয়ামুড়া গ্রুপ এ থেকে রানার্স-আপ হিসেবে সেরা চারের টিকিট নিশ্চিত করেছে।

সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে দুই গ্রুপের সেরা দুই দলই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বাক্ষর রেখেছে। গ্রুপ ''এ''-তে আধিপত্য বজায় রেখে বিশালগড় তাদের তিনটি ম্যাচের প্রতিটিতে জয় তুলে নেয়। তারা যথাক্রমে তেলিয়ামুড়াকে ৩৩ রানে, কৈলাসহরকে ১৫১ রানের বিশাল ব্যবধানে এবং শান্তিরবাজারকে ৬ উইকেটে পরাজিত করে। অন্যদিকে, গ্রুপ ''বি''-তে নিজেদের শক্তির জানান দিয়ে সদর মহকুমা দল টানা তিন ম্যাচে বড় জয় তুলে নেয়। তারা উদয়পুরকে ৩৬ রানে, মোহনপুরকে ১০৪ রানে এবং সোনামুড়াকে ১৩৩ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে অপরাজিত থাকার গৌরব অর্জন করে। সেমিফাইনালের মহারণে বিজয়ী দুই দল আগামী ২৭ আগস্ট শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হবে।

মহিলা ফুটবল : তিলকোমাঝিকে হারিয়ে জয় অব্যাহত জম্পুইজলার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট ।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ) পরিচালিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। শুক্রবার বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তিলকোমাঝি অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ৫-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা। খেলার শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দিয়ে প্রথমার্ধেই ৩-০ গোলের চালকের আসনে পৌঁছে যায় বিজয়ী দল। দলের পক্ষে ৩৭ মিনিটে চিন্মুসে প্রথম গোল করে খাতা খোলেন। এরপর ৪১ মিনিটে রূপালী জমাতিয়া এবং ৪৩ মিনিটে সিবতি দেববর্মা গোল করে দলের বড় জয় সুনিশ্চিত করেন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও জম্পুইজলার আক্রমণের চাপ বজায় থাকে। খেলার ৪৮ মিনিটে নেকা কে এবং ৫০ মিনিটে সোয়ারী দেববর্মা পরপর দুটি গোল করে দলের ৫-০ গোলের বিশাল জয় সুনিশ্চিত করেন। ম্যাচটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রেফারি বিশ্বজিৎ নাথ, তপন কুমার নাথ, বিশ্বজিৎ পাল ও বিপ্লব সিংহ। ম্যাচে বড় ব্যবধানে পরাজিত হলেও একক নৈপুণ্যের প্রদর্শনী করে বিজিত তিলকোমাঝি অ্যাথলেটিক ক্লাবের অমৃতা ওরাং ম্যাচসেরা বা ''প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ''-এর খেতাব অর্জন করেন। টানা জয়ের এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের ওপর ভর করে আগেই টুর্নামেন্টের সুপার লীগে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করে নিয়েছে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার।

সোনামুড়াকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক সদরের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট ।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) উদ্যোগে আয়োজিত সিনিয়র রাজ্যভিত্তিক এলিট গ্রুপের লিগ পর্যায়ের শেষ ম্যাচে সোনামুড়াকে ১৩৩ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নিয়েছে সদর মহকুমা দল। টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে সোনামুড়া টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। আগে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে সদর ৪৯.৫ ওভারে ২৩৮ রান তুলে অলআউট হয়। দলের পক্ষে রজত দে ৬৪ বলে দৃষ্টিনন্দন ৭২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। এছাড়া বিশাল ঘোষ ৭৩ বলে ৪৬ এবং রিমন সাহা ৬২ বলে ৩৮ রানের কার্যকরী অবদান রাখেন। সোনামুড়ার বোলারদের মধ্যে অমরেশ দাস ৫৩ রান খরচ করে ৩টি উইকেট লাভ করেন।২৩৯ রানের জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নেমে সদরের বোলিং তোপের মুখে পড়ে মাত্র ১০৫ রানেই গুটিয়ে যায় সোনামুড়ার ইনিংস। সোনামুড়া ২৯.৩ ওভার ব্যাট করতে সমর্থ হয়, যেখানে দলের হয়ে সর্বোচ্চ ২৬ রান করেন অমরেশ দাস। সদরের পক্ষে নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে দীপ্তনু চক্রবর্তী ২৬ রানে ৩টি উইকেট শিকার করেন। তাকে যোগ্য সঙ্গ দিয়ে বিক্রম দেবনাথ ২০ রানে এবং ভিকি সাহা ৩১ রানে ২টি করে উইকেট পান। এই জয়ের সুবাদে সদর মহকুমা দল টানা ৩ ম্যাচে জয় পেয়ে ''জয়ের হ্যাটট্রিক'' সম্পন্ন করার পাশাপাশি গ্রুপ ''বি'' থেকে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে বিক্রম দেবনাথ লাভ করেন ''প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ''-এর পুরস্কার।

কর্মী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি : মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুবর্ণ সুযোগ।
ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের অন্তর্গত M/S Das & Poddar ও M/S Debasish Das নির্মান প্রকল্পে মহিলাকর্মী নিয়োগ করা হবে।
কর্মস্থল: প্যাকেজ — 2 এবং 21 বোধজং নগর এবং আর কে নগর, পশ্চিম ত্রিপুরা
শুধুমাত্র আগ্রহী মহিলা প্রার্থীদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
যোগাযোগ : বোধজং নগর এবং আর কে নগর সাইট অফিস (9346121643)

বৈকুণ্ঠনাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল : রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমকে হারিয়ে সুপার লীগে ফুলো ঝানু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট ।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ) আয়োজিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগে নৈশালোকে অনুষ্ঠিত এক রোমাঞ্চকর ম্যাচে জয় তুলে নিয়েছে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাব। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় আয়োজিত এই ফ্ল্যাডলাইট ম্যাচে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সঙ্ঘকে ১-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে তারা। খেলার শুরু থেকেই দুই দলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই পরিলক্ষিত হলেও ম্যাচের প্রথমার্ধেই জয়সূচক গোলের দেখা পায় ফুলো ঝানু। ১২ মিনিটের মাথায় দুর্দান্ত এক আক্রমণ থেকে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগ ভেদ করে গোলটি করেন দলের তারকা স্ট্রাইকার মৌসুমী ওড়াং। শেষ পর্যন্ত এই একমাত্র গোলটিই ম্যাচের ফলাফল নির্ধারণ করে দেয়।

দ্বিতীয়ার্ধে সমতায় ফিরতে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সঙ্ঘ বেশ কয়েকটি জোরালো আক্রমণ শানালেও ফুলো ঝানুর মজবুত রক্ষণে তা ভেস্তে যায়। ম্যাচটি সুচারুভাবে পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রেফারি তপন কুমার নাথ, বিশ্বজিৎ পাল, বিশ্বজিৎ নাথ ও বিপ্লব সিংহ। খেলায় ম্যাচজয়ী একমাত্র গোলটি করে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাবের স্ট্রাইকার মৌসুমী ওড়াং ''প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ''-এর খেতাব জয় করে নেন। এই গুরুত্বপূর্ণ জয়ের ওপর ভর করে গ্রুপ পর্বের এক ম্যাচ বাকি থাকতেই মর্যাদাপূর্ণ সুপার লীগে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করে নিল ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাব।

সচিনের কীর্তি স্পর্শ করলেন জো রুট বিশ্বরেকর্ডের হাতছানি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে

হেডিংলে: ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জো রুট হেডিংলেতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নজির গড়লেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলতি প্রথম টেস্টে হাফসেঞ্চুরি করে সচিন তেন্ডুলকরকে স্পর্শ করলেন রুট।রুট কম ম্যাচ খেলে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান সচিন তেন্ডুলকরের মহাকীর্তি স্পর্শ করলেন। রুট দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের হয়ে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ১০টি চারের সাহায্যে ৬৬ রান করেন। এর সঙ্গে তিনি টেস্ট ক্রিকেটে যৌথভাবে সবচেয়ে বেশি হাফসেঞ্চুরি করা প্রথম ব্যাটসম্যান হয়ে গেলেন এবং সচিনের রেকর্ড স্পর্শ করলেন।এটি টেস্ট ক্রিকেটে রুটের ৬৮তম হাফসেঞ্চুরি। অন্যদিকে, কিংবদন্তি তেন্ডুলকরও তাঁর টেস্ট কেরিয়ারে ৬৮টি অর্ধশতক করেছিলেন। পার্থক্য শুধু এটাই যে, রুট সচিনের চেয়ে কম ম্যাচ খেলে তাঁর বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করেছেন। সচিন ২০০ টেস্টে ৬৮টি হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন, আর রুট ১৬৭তম টেস্টেই এই কীর্তি গড়ে ফেলেছেন। এই ম্যাচেই রুটের সামনে সচিনকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগও থাকবে। তিনি ইংল্যান্ডের হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসেও হাফসেঞ্চুরি করলে টেস্টে সবচেয়ে বেশি পঞ্চাশ করা ব্যাটসম্যান হয়ে যেতে পারেন। এখন দেখার বিষয়, রুট কবে সচিনকে পিছনে ফেলেন। সচিন তেন্ডুলকর টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করা ব্যাটসম্যান। তিনি তাঁর কেরিয়ারে ৫১টি টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন। রুট এখনও পর্যন্ত ৪১টি টেস্ট সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছেন।

একই দিনে পর পর বিদায় সিন্ধু, আয়ুষের, বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে সিঙ্গলসে শেষ ভারতের অভিযান, কোয়ার্টারে গায়ত্রীরা

বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে এক ঘণ্টার ব্যবধানে ভারতের সিঙ্গলস অভিযান শেষ হয়ে গেল। পর পর বিদায় নিলেন আয়ুষ শেট্টি এবং পি ভি সিন্ধু। ফলে সিঙ্গলস থেকে এ বার কোনও পদক আসছে না। ডাবলসে অবশ্য গায়ত্রী গোপীচাঁদ এবং তৃষা জলির জুটি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। চিনের ওয়াং ঝি ই-র কাছে সিন্ধু হেরেছেন ১১-২১, ২১-১৫, ১৭-২১ গেমে। আয়ুষ হেরেছেন ১৯-২১, ১১-২১ গেমে।

প্রথম গেম থেকেই সিন্ধু এবং ঝি, কেউ কাউকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়ছিলেন না। কখনও সিন্ধু এগোচ্ছিলেন, কখনও ঝি। তবে ১১-৯ এগিয়ে থাকা অবস্থায় পর পর কয়েকটি পয়েন্ট পেয়ে এগিয়ে যান ঝি। ১৭-১১ এগিয়ে থাকার সময় সিন্ধুকে ফিরতেই দেননি। টানা চারটি পয়েন্ট জিতে ঝি সেট পকেটে পুরে নেন। সিন্ধুর কোনও অস্ত্রই কাজে লাগেনি।

দ্বিতীয় সেটে সিন্ধু শুরুতে ২-০ এগিয়ে যান। বিরতিতেও লিড বজায় রেখে ১১-৮ এগিয়ে ছিলেন। আচমকাই ম্যাচে ফি ঝি ১১-১১ করে ফেলেন। সিন্ধু আবার এগিয়ে গেলেও ঝি পিছু ছাড়ছিলেন না। সেট ১৫-১৫ হয়ে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল এই সেটও ঝি-র হতে চলেছে। সেখান থেকেই সিন্ধুর আসল খেলা বেরিয়ে এল। সিন্ধু টানা ছ'টি পয়েন্ট জিতে সেট পকেটে পুরে ফেলেন। খেলা গড়ায় তৃতীয় গেমে।

অন্তিম গেমেও এক সময় ৬-২ এগিয়ে যান সিন্ধু। বিপক্ষের শরীর লক্ষ্য করে শট মারছিলেন তিনি। কিন্তু সেখান থেকে ম্যাচে ফিরতে থাকেন ঝি। এক সময় ৯-৯ করে ফেলেন। বিরতিতে ১১-১০ পয়েন্টের সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন সিন্ধু। বিরতির পর আবার ম্যাচে ফিরতে থাকেন ঝি। স্টেডিয়ামকে অবাক করে এক সময় তিনি ১৫-১৩ গেমে এগিয়ে যান। সেখান থেকেও সমতা ফেরান সিন্ধু। ম্যাচ যখন ১৭-১৭, তখন কোর্টের চিকিৎসা করান ঝি। কোর্টে নড়াচড়া করতে সমস্যা হচ্ছিল তাঁর। তার মধ্যেই টানা চারটি পয়েন্ট জিতে ম্যাচ পকেটে পোরেন ঝি।এ দিকে, প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচেই শীর্ষ বাছাই চিনের শি ইউ কি-কে হারিয়েছিলেন আয়ুষ। কিন্তু এ দিন ইন্দোনেশিয়ার আলউই ফারহানের কাছে খারাপ ভাবে হারলেন। আয়ুষ হেরেছেন ১৯-২১, ১১-২১ গেমে। প্রথম সেটে কিছুটা লড়াই করলেও দ্বিতীয় সেটে খুঁজে পাওয়া যায়নি আয়ুষকে।একাদশ বাছাই ফারহানের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সাক্ষাতে আটটির মধ্যে পাঁচটি ম্যাচেই হারলেন আয়ুষ। ফলে পুরুষদের সিঙ্গলসে আর কোনও ভারতীয় লড়াইয়ে থাকলেন না। বুধবারই ছিটকে গিয়েছিলেন লক্ষ্য সেন।

তার আগে, মহিলাদের ডাবলস জুটি তৃষা জলি এবং গায়ত্রী গোপীচাঁদ পদক জয়ের সম্ভাবনা বাড়ালেন। জাপানেপ দুটি রিন ইওয়ানাগা এবং কিয়ে নাকানিশিকে হারিয়ে তাঁরা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গিয়েছেন। বিশ্বের সাত নম্বর জুটিকে ২১-১৬, ২১-১২ গেমে হারিয়েছেন তৃষা-গায়ত্রী জুটি।

গত বছর অর্জুন পুরস্কার পেয়েছিলেন তৃষা এবং গায়ত্রী। তার আগে পর পর দু'বছর অল ইংল্যান্ড ওপেনের সেমিফাইনালে উঠেছিলেন। দীর্ঘ দিন তাঁরা একসঙ্গে খেলছেন। এ বছরের শুরুতে তৃষার গোড়ালিতে চোট লাগে। অনুশীলনে ভুল করে গায়ত্রীর পায়ের উপর পা দিয়ে ফেলেছিলেন। সেই ধাক্কা সামলে ছন্দে ফিরেছেন দু'জনেই।

যুবভারতীর মাঠ, পরিকাঠামো দেখে সন্তুষ্ট ব্রাজিলের প্রতিনিধিদল 'ঐতিহাসিক ম্যাচ' আয়োজনের প্রতিশ্রুতি ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীলের

আগামী ৩ অক্টোবর, যুবভারতীতে ভারতের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। তার আগে সে দেশের এক প্রতিনিধিদল এসে খুঁটিয়ে দেখল যুবভারতীর মাঠ এবং পরিকাঠামো। দিনের শেষে তাঁরা সন্তুষ্ট বলেই জানা গিয়েছে। ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ জানিয়ে দিয়েছেন, 'ঐতিহাসিক ম্যাচ' আয়োজন করতে চান তাঁরা।

ব্রাজিলের পুরুষ দলের পর্যবেক্ষক সের্জিয়ো দিমাস দে অলিভিয়েরার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের দল এসেছে কলকাতায়। বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা নাগাদ তাঁরা আসেন যুবভারতীতে। এই দলে রয়েছেন ভিনিসিয়াস বারোজো কোস্তা, হোসে ভিটর সেনাতোরে দে লা পাউলা লিমা, গিলেরমে পাসোস রামোস এবং ব্রুনো মাজেই রেইস।

তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের ফুটবল ডিরেক্টর সুব্রত পাল এবং আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। তাঁরা গোটা মাঠ এবং পরিকাঠামো ঘুরিয়ে দেখান। পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ স্বাগত জানান ব্রাজিলের প্রতিনিধিদলকে।

যুবভারতীতে এসে প্রথমে অনুশীলনের মাঠের দিকে যান সের্জিয়োরা। সেখানে ১৫ মিনিট কাটিয়ে যুবভারতীর মাঠে আসেন। ইন্দ্রনীল স্বাগত জানিয়ে বলেন, ''ফুটবলের মক্কায় স্বাগত।'' এর পর যুবভারতীর মাঠের নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে ব্রাজিলের প্রতিনিধিদল। মাঠের বিভিন্ন প্রান্ত এবং কোনা তাঁরা খুঁটিয়ে দেখেন। জানতে চান শেষ কবে ঘাস পাল্টানো হয়েছে। এর পর তাঁরা সাজঘর, টয়লেট এবং অন্যান্য পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন।

পরে ইন্দ্রনীল সাংবাদিকদের বলেন, ''ওঁদের সঙ্গে আজ দেখা হয়েছে। পরিকাঠামো এবং প্রস্তুতি দেখতে এসেছিলেন। সকলেই খুব ইতিবাচক। আমরা সকলেই ভারত বনাম ব্রাজিল ম্যাচের অপেক্ষা করছি। এই মুহূর্তের ম্যাচের পুরোদস্তুর প্রস্তুতি চলছে। আমরা ঐতিহাসিক একটি ম্যাচ দেখতে চলেছি। ঠিক মহালয়ার আগে এই ম্যাচ হচ্ছে। সকলেই উত্তেজিত।''

ইন্দ্রনীল জানিয়েছেন, গোটা প্রস্তুতি কবে সেরে ফেলা হবে সেটাও ব্রাজিলের প্রতিনিধিদলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, ''কিছু পরিকাঠানোগত উন্নতি এখনও বাকি। তার তথ্য দেওয়া হয়েছে। মাঠ দেখে ওরা খুশি। স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে একটু চিন্তা রয়েছে। তবে বাকি সব কিছু দেখে ওঁদের ভালই লেগেছে। আগেই ওঁরা চিন্তাপ্রকাশ করেছিলেন স্বাস্থ্যবিধি এবং টয়লেট নিয়ে। কিন্তু সামনে থেকে সব দেখে ওঁরা বেশ খুশি।''

এই মুহূর্তে যুবভারতীতে ডুরান্ড কাপ চলছে। রবিবার ফাইনাল। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ঘাসের পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট চেয়েছে ব্রাজিলের প্রতিনিধিদল।

ইনফান্তিনোকে বিদায় করতে অনাস্থা ভোটের ভাবনা

ফিফা প্রেসিডেন্টের পদ থেকে জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে সরাতে অনাস্থা ভোট আয়োজনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছে বিশ্ব ফুটবলের আঞ্চলিক শক্তিগুলো। এই উদ্যোগ সম্পর্কে জানেন, এমন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। বিশ্বকাপের অংশীদারিত্ব বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ায় প্রবল ক্ষোভের মুখে পড়েছেন ইনফান্তিনো। তাকে সরাতে ইউরোপের উয়েফা, এশিয়ার এএফসি এবং উত্তর ও মধ্য আমেরিকার কনক্যাকাফ উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভাবছে। তবে ফিফার ১২২ বছরের ইতিহাসে কোনো কংগ্রেসে দায়িত্বে থাকা প্রেসিডেন্টের বিপক্ষে অনাস্থা ভোটের নজির পায়নি রয়টার্স।

ওই তিন সংস্থার উদ্যোগ সম্পর্কে জানেন, এমন একজন রয়টার্সকে বলেছেন, অনাস্থা ভোটের ভাবনা জোরেশোরেই আছে তাদের। ''আর কোনো উপায় নেই। হয় তিনি শান্তিপূর্ণভাবে যাবেন এবং মার্চের নির্বাচনে অংশ নেবেন না, নয়তো কঠিন পরিস্থিতিতে পড়বেন।''

ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, ফিফা কাউন্সিল যে কোনো সময়ে জরুরি কংগ্রেস আহ্বান করতে পারে। তবে এর জন্য সংস্থার ২১১ সদস্য দেশের অন্তত এক পঞ্চমাংশের লিখিতভাবে আলোচ্য বিষয় জানিয়ে অনুরোধ করতে হবে।

এর তিন মাসের মধ্যে বিশেষ কংগ্রেস আহ্বান করতে হবে। এতে উপস্থিত থাকা প্রতিটি অ্যাসোসিয়েশন দিতে পারবে একটি ভোট। যদিও ফিফার আইনে সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোটের সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই।

এই বিষয়ে ফিফার মন্তব্যের জন্য অনুরোধ জানিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া পায়নি রয়টার্স। উয়েফা, এএফসি ও কনক্যাকাফও তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি।আফ্রিকান কনফেডারেশন সিএএফের সমর্থন পাওয়া ইনফান্তিনো আগেই বলেছেন, আগামী মার্চের নির্বাচনে অংশ নিয়ে পুনর্নির্বাচিত হতে চান তিনি।ইনফান্তিনোর ওই বিতর্কিত প্রস্তাব নিয়ে প্রবল সমালোচনা শুরু হওয়ার পর, সদস্য অ্যাসোসিয়েশনগুলোর কাছে ক্ষমা চায় ফিফা। কিছু কিছু অ্যাসোশিয়েশনের সমর্থনও পায় তারা। আফ্রিকার বাইরে কাতার, ২০৩০ বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক মরক্কোসহ ছয় আরব দেশ প্রকাশ্যে ইনফান্তিনোর পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

অনাস্থা ভোট নিয়ে উয়েফা, এএফসি ও কনক্যাকাফের একটি শঙ্কাও আছে। তাদের চ্যালেঞ্জ সফল না হলে, আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে আরও শক্তিশালী অবস্থানে চলে যেতে পারেন ইনফান্তিনো।

ভক্তদের অলাভজন সংগঠন ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপ (এফএসই) বৃহস্পতিবার ইনফান্তিনোর পদত্যাগের দাবিতে করা একটি পিটিশনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। একই সঙ্গে স্বচ্ছতা বাড়াতে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্তা সংস্থার বড় ধরনের সংস্কারের দাবি জানিয়েছে।

তিন ব্যাটার নেই, তাই আর স্পিন সহায়ক পিচ নয়, ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে নিরাপদ ২২ গজ চায় শ্রীলঙ্কা

প্রথম টেস্টে স্পিন সহায়ক পিচ তৈরি করে সুবিধা করতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচ হেরে গিয়েছে ১৬৫ রানে। তার উপর দলের নিয়মিত তিন অভিজ্ঞ ব্যাটারকে কলম্বোয় পাবে না আয়োজকেরা। ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটিং সহায়ক পিচ তৈরি করতে পারে শ্রীলঙ্কা।

কলম্বো টেস্ট ড্র হলেও শ্রীলঙ্কা সিরিজ হেরে যাবে। তাই ঝুঁকি নিচ্ছেন না ধনঞ্জয় ডি সিলভারা। ভারতের বিরুদ্ধে স্পিন সহায়ক পিচ করে যে সুবিধা হবে না, তা বুঝে গিয়েছেন তাঁরা। কারণ শুভমন গিলদের শিবিরে রয়েছেন রবীন্দ্র জাডেজা, কুলদীপ যাদব, মানব সুতার, সারাংশ জৈনের মতো স্পিনারেরা। এর মধ্যে কুলদীপ ছাড়া সকলে ব্যাট করতে পারেন।

গলে স্পিন সহায়ক পিচ তৈরির অন্যতম কারণ ছিল ভারতীয় ব্যাটারদের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা। গত কয়েকটি টেস্টে শুভমনেরা স্পিনের বিরুদ্ধে সমস্যায় পড়েছিলেন। সে কথা মাথায় রেখেই প্রথম টেস্টের পিচ তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু টস হারায় শ্রীলঙ্কাই সমস্যায় পড়ে। তাই দ্বিতীয় টেস্টে ভারসাম্যযুক্ত পিচ তৈরি করা হচ্ছে। যে পিচে ব্যাটার এবং বোলার উভয়ই সুবিধা পাবেন। আবার জোরে বোলারদেরও হতাশ করবে না। শ্রীলঙ্কা নিশ্চিত করতে চাইছে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিং যাতে কঠিন না হয়।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের এক কর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, ''এই মুহূর্তে আমাদের লক্ষ্য ভারসাম্য যুক্ত পিচ তৈরি করা। যেখানে ব্যাটার এবং বোলার সকলে সুবিধা পাবে। গলের মতোই ভাল টেস্ট ম্যাচের উপযুক্ত পিচ তৈরি করতে চাইছি। দ্বিতীয় টেস্টে আমরা দীনেশ চণ্ডীমল, কুশল মেন্ডিস এবং পাথুম নিশঙ্ককে পাব না। তরুণ ব্যাটারদের নিয়ে খেলতে হবে আমাদের। এটা ওদের কাছেও বড় সুযোগ।'' তিনি আরও বলেছেন, ''পিচ ঠিক কেমন হবে, সেটা অনেকটা নির্ভর করবে দল কী চাইছে তার উপর। দ্বিতীয় টেস্ট জিতে সিরিজ ড্র করার জন্য সেরা সুযোগ করে দিতে চাই দলকে।''

কলম্বোর মাঠে ১৯৯৯ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত টেস্টে অপরাজিত ছিল শ্রীলঙ্কা। ১২টি টেস্টের ছ'টি জিতেছিল। বাকি ছ'টি ড্র করেছিল। আবার গত এক দশকে সাতটি টেস্টের তিনটি জিতেছে এবং চারটি হেরেছে। ভারত এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দু'বার শ্রীলঙ্কা প্রথম ইনিংসে ৪০০-র বেশি রান দিয়েছে। এই মাঠে ভারতের সঙ্গে শেষ দু'টি টেস্টই হেরেছে শ্রীলঙ্কা। ইংল্যান্ড এবং পাকিস্তানের কাছেও দু'টি করে টেস্ট হেরেছে। শেষ জয় ২০২৫ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। তার আগে ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ২০১৬ সালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল। তাই শুভমনদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে পিচ নিয়ে ঝুঁকি নিতে চাইছেন না গ্যারি কার্সর্নে।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 1 22-08-2026, 01:30

২১৩টি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কারে ১ হাজার ১৭৮ কোটি টাকার অধিক ব্যয় : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ আগস্ট: একাগ্রতাই হচ্ছে সাফল্যের সোপান। যে যত বেশি পড়াশোনা করবে এবং লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকবে সে তত বেশি জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করাই বর্তমান সময়ে প্রতিযোগিতার আবহে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মূল হাতিয়ার।

আজ পিএম-শ্রী এ.ডি. নগর ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির শিলান্যাস ও উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য অতিথিগণদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় সহ নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন, বড়দোয়ালি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, হাঁপানিয়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় এবং চারিপাড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজের কেন্দ্রীয়ভাবে ভূমিপূজনের মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এছাড়াও তিনি বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার দূরবর্তী ২৪০টি বিদ্যালয়ের জন্য বিশ্লেষণ ভিত্তিক ইন্টারেকটিভ ভার্চুয়াল ক্লাসরুমের ও আগরতলা পুরনিগম এলাকায় জমির ম্যাপ ডিজিটাল করার পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে নকশা কর্মসূচির সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের সামনে নিজের ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের গুণগতমান ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। আজ যে ৫টি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে তার জন্য আরআইডিএফ স্কিমে প্রায় ২৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। ইতিমধ্যে ২১৩টি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার করতে ১ হাজার ১৭৮ কোটি টাকার বেশি খরচ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্রছাত্রীরাই হলো আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। তাই বিদ্যালয়ে আসার পর তাদের সব রকম সুবিধা ও নিরাপত্তা দেওয়া সরকারের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে বাউন্ডারি ওয়াল, পানীয়জলের ব্যবস্থা, বসার বেঞ্চের ব্যবস্থা, মিড-ডে-মিল, শৌচাগার সম্পর্কে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নন্দননগরে উচ্ছেদ হওয়া জনজাতি ব্যবসায়ীদের বিকল্প ব্যবস্থা দাবিতে ডেপুটেশন

আগরতলা, ২১ আগস্ট: নন্দননগর এলাকা থেকে উচ্ছেদ হওয়া জনজাতি মহিলা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন এবং বিকল্প ব্যবস্থা করার দাবিতে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দিল উপজাতি ছাত্র ফেডারেশন। শুক্রবার সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল জনজাতি কল্যাণ দপ্তরে গিয়ে অধিকর্তার হাতে স্মারকলিপি তুলে দেয়।

ডেপুটেশন শেষে প্রতিনিধি দলের এক সদস্য জানান, এক দফা দাবিকে সামনে রেখেই এদিনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তাঁদের মূল দাবি, নন্দননগর এলাকা থেকে যেসব জনজাতি মহিলা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাঁদের জন্য দ্রুত বিকল্প ব্যবসার ব্যবস্থা করতে হবে।

সংগঠনের অভিযোগ, নন্দননগর এলাকায় দূরদূরান্ত থেকে সবজি নিয়ে এসে বহু জনজাতি মহিলা-সহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে আসছেন। সম্প্রতি পুর নিগমের কর্মীরা তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ সংগঠনের। এর আগেও একই ধরনের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে বলে দাবি করা হয়।

উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের বক্তব্য, জীবিকা নির্বাহের জন্য ছোট পরিসরে ব্যবসা করা মানুষদের এভাবে উচ্ছেদ করে দেওয়া কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকাতেও একই ধরনের উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, উচ্ছেদ অভিযান চালানোর আগে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবিকার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। পাশাপাশি নন্দননগর এলাকা থেকে উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের জন্য দ্রুত বিকল্প স্থান ও ব্যবসার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ারও দাবি জানানো হয়েছে।

বিদ্যুৎ মাশুলের বাড়তি বোঝা গ্রাহকদের উপর চাপতে দেবে না সরকার: বিজেপি

আগরতলা, ২১ আগস্ট: বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যে তৈরি হওয়া উদ্বেগের মধ্যে সাধারণ গ্রাহকদের স্বস্তি দিতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে বলে দাবি করল ভারতীয় জনতা পার্টি। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ মাশুল, রেগুলেটরি কমিশনের ভূমিকা এবং সরকারের ভর্তুকি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে এই দাবি করেন বিধায়ক ভগবান দাস।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, বিদ্যুৎ মাশুল নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সরাসরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ সীমিত। বিদ্যুৎ মাশুল নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট রেগুলেটরি কমিশন। তবে কমিশনের সিদ্ধান্তের ফলে সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ তৈরি হলে সরকার সেই বিষয়টি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে বলে জানান তাঁরা। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, অতীতে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ছিল। ২০১০ সালের সময়কালে বিদ্যুৎ মাশুল প্রায় ১৯৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল বলেও সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করা হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সাধারণ মানুষের উপর বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হয়নি বলে দাবি করেন তাঁরা।

নেতাদের বক্তব্য, ২০২৩ সালে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাশুল বৃদ্ধি করা হলেও রাজ্য সরকার ভর্তুকির মাধ্যমে সাধারণ গ্রাহকদের উপর সেই বাড়তি বোঝার প্রভাব কমানোর চেষ্টা করেছে। সম্প্রতি ২০২৬ সালের বিদ্যুৎ মাশুল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলেও তাঁরা স্বীকার করেন।

বিশেষ করে স্থায়ী মাশুল ও অন্যান্য চার্জ নিয়ে বহু পরিবার, ছোট ব্যবসায়ী এবং কৃষক সমস্যায় পড়ছেন বলে জানান বিজেপি নেতারা। তাঁদের দাবি, সাধারণ মানুষের এই সমস্যার কথা বিবেচনা করেই রাজ্য সরকার বাড়তি বোঝা নিজেদের দায়িত্বে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে আরও দাবি করা হয়, বিদ্যুৎ পরিষেবা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় চালু ডিজিটাল লেবার চক অ্যাপ

আগরতলা, ২১ আগস্ট: নির্মাণ শ্রমিক ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের কাজের সুযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে ত্রিপুরায় আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল 'ডিজিটাল লেবার চক' অ্যাপ। শুক্রবার শ্রম দপ্তরের একতলার কনফারেন্স হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অ্যাপটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়-সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা।

গুগল প্লে স্টোরে উপলব্ধ এই অ্যাপটি ভারতের প্রচলিত 'লেবার চক' বা শ্রমিক বাজারকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার উদ্যোগ। এর মাধ্যমে নির্মাণ শ্রমিকদের কাজ খোঁজার প্রক্রিয়াকে আরও সহজ, স্বচ্ছ ও আনুষ্ঠানিক করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

'ডিজিটাল লেবার চক' অ্যাপের মাধ্যমে কোনও দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগীর সাহায্য ছাড়াই দৈনিক মজুরির নির্মাণ শ্রমিক এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সরাসরি ঠিকাদার, বিল্ডার ও গৃহনির্মাণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে প্রচলিত অনানুষ্ঠানিক শ্রমিক বাজারের ওপর নির্ভরতা কমার পাশাপাশি শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা উভয়ের ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতা বাড়বে বলে দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এই অ্যাপে রাজমিস্ত্রি,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে টিলাবাজারে ই-রিক্সা চালকদের অনির্দিষ্টকালের অবরোধ

কৈলাসহর, ২১ আগস্ট: কৈলাসহর-রাঙ্গাউটি এবং টিলাবাজার-ইরানি সড়কের বেহাল দশা সংস্কারের দাবিতে ফের পথে নামলেন ই-রিক্সা চালকরা। শুক্রবার টিলাবাজার এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিক্ষোভে সামিল হন ই-রিক্সা চালকরা।

অবরোধকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কগুলির বিভিন্ন অংশ ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে প্রতিদিন যাতায়াতের ক্ষেত্রে চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ই-রিক্সা চালকরা। বেহাল রাস্তার কারণে যানবাহন চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে বলে দাবি তাঁদের।

রাস্তা দ্রুত সংস্কারের দাবিতে এর আগেও টিলাবাজারে পথ অবরোধ করেছিলেন ই-রিক্সা চালকরা। তবে দাবি পূরণ না হওয়ায় ফের তাঁরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান বিক্ষোভকারীরা।

অবরোধকারীদের পক্ষ থেকে এক অভিনব দাবি সামনে এসেছে। তাঁদের বক্তব্য, মহকুমা শাসককে ই-রিক্সায় চড়ে টিলাবাজার থেকে ডাকবাংলা পর্যন্ত সরেজমিনে যেতে হবে, তাহলেই রাস্তার বেহাল পরিস্থিতি তিনি বাস্তবে বুঝতে পারবেন। রাস্তা সংস্কারের গুরুত্ব বোঝাতেই এই দাবি জানানো হয়েছে বলে জানান চালকরা।

পথ অবরোধের জেরে এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। তবে রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে প্রশাসনের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ই-রিক্সা চালকরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কৈলাসহর শহরের ডাকবাংলো থেকে রাঙ্গাউটি পর্যন্ত প্রায় সাত কিলোমিটার রাস্তা সাড়ে তিন বছর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বক্সনগরে চিকিৎসাধীন বাংলাদেশি নারীর মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

বক্সনগর, ২১ আগস্ট: ত্রিপুরার বক্সনগর বিধানসভার আশাবাড়ি এলাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক বাংলাদেশি নারীর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম শিল্পী আক্তার (৪১)। তিনি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া থানার সাহেবাবাদ গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর স্বামীর নাম আবুল কালাম।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২৮ জুলাই বৈধ পাসপোর্টের মাধ্যমে শ্রীমন্তপুর সীমান্ত চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন শিল্পী আক্তার। হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য তিনি চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসা শেষে প্রায় ১০ দিন আগে তিনি ত্রিপুরায় বক্সনগরের আশাবাড়ি এলাকায় বসবাসরত তাঁর বড় বোন নূরজাহান বেগমের বাড়িতে আসেন।

শুক্রবার বিকেল আনুমানিক ৩টা ৪০ মিনিট নাগাদ আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন শিল্পী আক্তার। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাঁকে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে কলমচৌড়া থানার পুলিশ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ায় ক্ষোভ

২৮ আগস্ট থেকে সড়ক ও রেল অবরোধের হুঁশিয়ারি প্রাক্তন বৈরী সংগঠনের

আগরতলা, ২১ আগস্ট: দাবি পূরণ ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ফের আন্দোলনের ডাক দিল প্রাক্তন বৈরী সংগঠনের সদস্যরা। শুক্রবার জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মহাকরণে পৌঁছায় সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল। তবে মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ না পাওয়ায় মহাকরণ চত্বরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, গত কয়েক মাসে তাঁরা একাধিকবার আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। প্রতিবারই আন্দোলনের আগে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা-সহ দপ্তরের আধিকারিকরা তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে আন্দোলন প্রত্যাহারের আবেদন জানান। সেই সময় সরকারের সঙ্গে বৈঠক করে তাঁদের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি সংগঠনের।

তবে বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়িত হয়নি। এমনকি মন্ত্রী নিজে যে সময়ে বৈঠকের কথা বলেছিলেন, সেই অনুযায়ী তাঁরা মহাকরণে এলেও এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাননি বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।

প্রতিনিধি দলের বক্তব্য অনুযায়ী, গত ১৮ আগস্ট বড়মুড়ায় তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার। সেই সময় ২১ আগস্ট তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে বসার আশ্বাস দিয়েছিলেন মন্ত্রী। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতেই শুক্রবার তাঁরা বৈঠকে যোগ দিতে মহাকরণে আসেন। কিন্তু বৈঠক না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁরা বিক্ষোভ শুরু করেন।

বিক্ষোভ শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের নেতৃত্ব জানান, তাঁদের দাবি পূরণ না হলে আগামী ২৮ আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁদের ঘোষণা অনুযায়ী, ২৮ আগস্ট জিরানিয়ার সাধুপাড়া এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে অনশনে বসবেন তাঁরা।

সংগঠনের অভিযোগ, বারবার আন্দোলন প্রত্যাহারের জন্য আশ্বাস দেওয়া হলেও পরে সেই প্রতিশ্রুতিগুলি কার্যকর করা হচ্ছে না। ফলে এবার আর আশ্বাসে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না বলেও স্পষ্ট জানিয়েছেন তাঁরা।

এদিকে, প্রাক্তন বৈরী সংগঠনের এই ঘোষণাকে ঘিরে রাজ্যে ফের আন্দোলন ও অবরোধের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ২৮ আগস্টের কর্মসূচি ঘিরে প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

এদিকে ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৭২ ঘণ্টার বন্ধের ডাক আত্মসমর্পণকারী এনএলএফটি - এটিটিএফ সদস্যদের। আত্মসমর্পণকারী এনএলএফটি ও এটিটিএফ সদস্যদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া রাজ্য সরকার পূরণ করছে নাএই অভিযোগে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৭২ ঘণ্টার রাজ্যব্যাপী বন্ধের ডাক দিয়েছেন আত্মসমর্পণকারী এনএলএফটি ও এটিটিএফ -এর নেতৃত্ব। শুক্রবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়। একইসঙ্গে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর চুরাইবাড়ি, আসাম-আগরতলা সড়ক এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের আখাউড়া রোডসহ রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে আত্মসমর্পণকারী এন এল এফ টি -এর পরিমল দেববর্মা, প্রসেনজিৎ দেববর্মাসহ অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। আত্মসমর্পণকারী সদস্যদের অভিযোগ, আত্মসমর্পণের পর সরকার তাঁদের পুনর্বাসন এবং আর্থিক প্যাকেজ বাস্তবায়নের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা এখনও সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দাবি জানানো হলেও সমস্যার সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।

বিলোনিয়ায় ১৬ লক্ষ টাকার শাড়ি ও পোশাক উদ্ধার, পরিত্যক্ত অবস্থায় মিলল দুটি গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ আগস্ট: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিলোনিয়ার গাবতলী এলাকায় বিপুল পরিমাণ শাড়ি ও অন্যান্য পোশাক উদ্ধার করল পুলিশ ও বিএসএফ। ঘটনায় প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা মূল্যের সামগ্রী ও দুটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে গাড়ির চালকরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টা নাগাদ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই প্রসেনজিৎ গোপ ও এসআই রূপসাধন জমাতিয়ার নেতৃত্বে পুলিশকর্মীরা ৪৩ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফের সিদ্ধিনগর বিওপির জওয়ানদের সঙ্গে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas